প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৩ ❖ ৫- ১১ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ভাতিকান সিটিতে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি

করোনাভাইরাস আক্রান্তদের পাশে পোপ ফ্রান্সিস

- লড়াই হোক আরো অনেক ভাইরাসের বিরুদ্ধে
- মুখোশধারী মানব

বাবা নির্জন -
তুমি ছিলে, তুমি আছো,
তুমি থাকবে চিরদিন আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে।

বিদায়ের এক বছর

নির্জন ব্লেইজ সরকার

Nirjon Blaise Sarker

প্রকৃতি ও জীবন তার আপন গতিতেই চলবে এটাই নিয়ম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো তার অতি প্রিয়জনকে হারানো। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস পেরিয়ে বছর চলে এলো, যে দিনে পরম পিতা বাহ্যিকভাবে তোমাকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। সেদিন ছিল আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন ৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ যেদিন পরম পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তোমাকে। আর একইভাবে সেদিন ৭ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ছিল সর্বোচ্চ কষ্টের দিন যেদিন পরম পিতার কাছে আমাদের ছেড়ে আবার চলে গেলে।

বাবা, তুমি তোমার মায়ের গলায় ধরে গত বছরই বলেছিলে *"মা তুমি আমার পৃথিবী আর ফাগুন (অমৃতা মার্গারেট কস্তা) আমার হার্ট আমি সারা জীবন তোমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো। মা কিন্তু আমার হার্টটা শুধু মৃত থাকবে।"* সত্যি বাবা তুমি আমার পৃথিবীতে বেঁচে আছো, কিন্তু তোমার হার্টটা মৃত। তুমি আমার হৃদয়েই বেঁচে আছো তোমার সমস্ত সৃজনশীলতাকে নিয়ে। আর আমরা এটা ভাবি বলেই আমরাও বেঁচে আছি বাবা। তুমি একটু বেশি আগেই তোমার প্রিয় যিশুর কাছে চলে গিয়েছ কারণ এ বিষয়ে তো জীবিত কোনো মানুষের হাত নেই একমাত্র ঈশ্বরই জানেন তাঁর পরিকল্পনা। আমি এটা ভেবে কষ্টের মাঝেও আনন্দ পাই যে, তুমি ছিলে একজন বহু গুণের অধিকারী মূল্যবোধ সম্পন্ন ছেলে আর তাই মানুষকে ভালবেসেই পৃথিবী ত্যাগ করেছ। তোমার এই ভাল শব্দটা ভেবেই কেবল আমরা বেঁচে আছি।

বাবা, মনেই হয় না যে একটা বছর পার হয়ে গেল। মনে হয় সার্বক্ষণিকই তোমাকে দেখছি এবং ভাবছি হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়েছ আবার চলে আসবে বলে অপেক্ষায় আছি। সোনাবাবা তোমার তো যাওয়ার কথা ছিল না কেন এমনটি হলো বলতে পার? জানি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মৃত্যুই মানুষের শেষ ঠিকানা হবে। সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে ঈশ্বরের রাজ্যে। কিন্তু তারপরও প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত তোমার অভাব অনুভব করি যা কোনভাবেই প্রকাশ করা যায় না। যদিও ঈশ্বরের মাধ্যমে তোমার দিদি ও দাদাকে পাঠিয়েছ আমাদের সান্নিধ্যে। আমাদের হৃদয়টা ব্যথায় ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোন ভাষা আসছে না মনে, লিখতে বসে হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে। তুমি ছিলে আমাদের হৃদস্পন্দন। আচমকা এক কালবৈশাখী ঝড় এসে সে হৃদস্পন্দনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

নির্জন ব্লেইজ সরকার

বাবা, তোমার ঘর তোমার সখের ছবি, খেলার জিনিস, ক্রুশে যিশুর ছবি দিয়ে সাজিয়েছি। পুরো ঘরটি তোমার জিনিস দিয়ে স্মৃতিময় হয়ে আছে। শুধু তুমি শারীরিকভাবে উপস্থিত নাই। তাই তোমার ছবিটাই প্রতিদিন বুকে জড়িয়ে থাকি আর বলি বাবা তোমাকে অনেক ভালবাসি, তুমি থাক তোমার প্রিয় যিশুর কাছে। আমরা কেবল আছি একটি ছায়াহীন, মালিহীন কষ্টের বাগানে। তোমার প্রদানকৃত অসংখ্য স্মৃতি যেমন আর্টকৃত অসংখ্য ছবি, গান, অসংখ্য গল্পের বই, ধর্মীয় বই ও পবিত্র শিশুতোষ বাইবেল, প্রিয় জামা, গিটার, হারমোনিয়াম-তবলা, সৃজনশীল খেলনা, অসংখ্য ছবি, ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের জিনিস, তোমার প্রতিযোগীতার অনেক উপহার, তোমার প্রিয় কিটি (ডগ), মূল্যবোধ সম্পন্ন সংগৃহীত অসংখ্য বাক্য, ভিডিও ইত্যাদি হৃদয়ে ধারণ করেই বেঁচে আছি ও থাকবো। তোমার হাজারো প্রিয় বন্ধুরা ও শিক্ষকগণ তোমাকে প্রচুর মিস করে। নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জীবনের সামনের পথ এগুতে যখন খুব কষ্ট হচ্ছিল ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছো। আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গের দূত, পিতা তোমাকে তার শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। একদিন আমরাও প্রভুর রাজ্যে তোমার কাছে যাব।

— শোকাহত —

মা : প্রভা লুসী রোজারিও ও বাবা : যোসেফ ডি. সরকার - প্রিয় দাদু, ঠাকুমা, কাকা, কাকী, পিসি ও পিসা
- প্রিয় মাসি (রেখা ও শিরিন), প্রিয় মামা (মঞ্জু, দিলীপ, মলয়, বিপুল) ও প্রিয় মামী (আগ্নেস, শান্তি, সুফলা, স্বর্ণ, জলি ও হিমানী)
- প্রিয় দাদা (মিঠু, সাকীব, রাফি, প্রবীর, পল্লব, জুয়েল, ম্যাগডোনাল্ড, জেরী, শিপন, নিরেন, রনাল্ড) ও প্রিয় বৌদি (মিতা, স্যান্ডি, রুপালী ও লিমা)
- প্রিয় দিদি (সি. রুমা-শান্তিরাণী, সি. ফ্লোরা-সিস্টারস অব চ্যারিটি, জেকসী, লিজা জুবিলেট, তনুশ্রী, মৌটুসী)
- প্রিয় বোন (মৌ, দীপিতা, অমৃতা, প্রিয়াঙ্কা ও মুক্তা), - প্রিয় ভাই (প্রজন্ম ও প্রাবল্ল, দীপ্ত, দীপ) - প্রিয় ভাইজি (রূপম, রীদি, নিলাদ্রি, ঐন্দ্রিলা)
- প্রিয় ভাগ্নি/ভাগ্নে (অপসরী, এঞ্জেল, সানভি, সৌর্য, এইডেন, এলিনা)।

বিজ্ঞ/১৯/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২৩
■■■■■ ৫ - ১১ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■ ২১ - ২৭ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

কথা নয়, কাজের সময় এখন

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত মানব জীবন। স্বাভাবিক জীবন-যাপনে বিরাট এক ছন্দ পতন ঘটেছে। করোনাপূর্ব সময়ে সারাবিশ্বের মানুষ অসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছিল। বর্তমানে করোনার এই সময়ে তা যেন হঠাৎ হোঁচট্ খেয়ে স্তব্ধ ও স্থবির হয়ে গেলো। করোনাউত্তর কালে জীবন কেমন হবে সময়ই তা বলে দিবে। তবে এখন, এই মুহূর্তে করোনা ও এর প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেকজন মানুষকে যার যার অবস্থানে থেকে কর্মে মনোনিবেশ করতে হবে এবং বিশ্বস্থতার সাথে কর্মদায়িত্ব পালন করতে হবে। গবেষকগণ ত্বরিৎ গতিতে যথাযথ গবেষণা কাজ করবেন, নীতি নির্ধারকেরা প্রায়োগিক নিয়ম-নীতি তৈরি করবেন, নিয়ম-নীতি বাস্তবায়ন করতে আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী কঠিন হবেন, ছাত্র-শিক্ষকগণ ঘরে থেকেই শিক্ষা ও পড়ার কাজ করবেন, কৃষকেরা ফসল উৎপাদনে সচেষ্ট হবেন।

করোনার কারণে লকডাউন ও সাধারণ ছুটি সময়কালটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের দূরদর্শী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আহ্বান করেছিলেন, যেন কোন জমি অনাবাদী না থাকে। কেননা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, করোনার কারণে অনেক মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মহারা হবে। করোনার পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবীতেই খাদ্যের উপর ভীষণ চাপ পড়বে। তাই সময় থাকতেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।

ইতোমধ্যেই দেশে-প্রবাসে কর্মরত লাখ লাখ ব্যক্তি বেকার হয়ে পড়েছেন। অনিশ্চয়তার মধ্যে পরেছে তাদের পরিবারগুলো। কেননা তাদের উপার্জনেই চলতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভরণপোষণ ও জীবনযাপন। করোনো ভাইরাসের ভয়াবহতায় হাজারো মানুষের উপার্জনের অনেক পথ বন্ধ হয়ে গেছে। শহরের বসবাসরত নিম্ন মধ্যবিত্তেরা পড়েছে মহাবিপদে। নিম্ন মধ্যবিত্তের বেশিরভাগ মানুষই কাজ করেন হোটেল-রেস্তোরা, গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরী, বাসাবাড়ি, ছোটখাট ব্যবসা ও কল-কারখানায়। করোনার ছোবল তাদেরকে বিষিয়ে দিয়েছে। কর্ম ও উপার্জনহীন হয়ে দুর্বিসহ জীবন কাটাচ্ছে। বাড়িভাড়া, খাবারের খরচ, সন্তানদের পড়াশুনার খরচ চালিয়ে চিকিৎসা যেন বিলাসিতা হয়ে যাচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনেকে কাজে নেমে পড়েছে। সরকারও কাজকর্ম চলমান রাখতে চাচ্ছেন। তবে কর্মক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে নিজের জীবনের নিরাপত্তা। স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মানতে হবে এবং যারা মানছে না তাদেরকে সচেতন করতে হবে। কাজের মালিক, কর্ম উদ্যোক্তাগণ কর্মীদের কাজ করার পরিবেশ ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নিবেন। সরকার সুযোগ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করে সীমিত আকারে কর্মযজ্ঞ শুরু করতে। কিন্তু তা পালিত হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানা যায় নি। যেদেশে কল-কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দিতে গড়িমসি করে সেদেশে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মানবে কিনা তা প্রশ্নবোধক! কর্মী ও কর্মকে সম্মান দেখিয়ে সরকারকে কল-কারখানা মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি মানবে না তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

করোনাভাইরাস নিয়ে অনেক আলোচনা, নেতিবাচক কথার ফুলঝুরি, অনেক গুজব এবং টকশোর নামে কথার কচকচানি শুনতে শুনতে করোনা ভাইরাসের সংকটকালেও যে আমরা বিভিন্ন সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল কাজ করতে পারি তা ভুলে গিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। অনেক মানুষ ইন্টারনেটে কিছু না শিখেই, গুরুত্বহীন অনুষ্ঠান দেখে ও সম্পর্ক রচনা করে অলস সময় কাটিয়ে ২-৩ মাস দিব্যি পার করে দিচ্ছে। এ ধরণের মানুষেরা পরিবার ও সমাজের উপর চাপ বাড়ায়। কোন কারণে কোন কাজ চলে গেলে বিকল্প কাজের সন্ধান করতে হবে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'There is always a way'। করোনাসংকটও আমাদের জীবনে অনেক বিকল্প কাজের সন্ধান দিবে। প্রয়োজনে আমাদেরকে ছোট-বড়, কৃষি-শিল্প যেকোন কাজ করতে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হতে হবে। মনে রাখতে হবে, সকল কাজেরই গুরুত্ব ও মূল্য আছে। করোনা নিয়ে অতিরিক্ত কথা না বলে যারা একে মোকাবেলা করার জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের ধন্যবাদ দিই এবং প্রশংসা করি। এই সংকটকালে অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নির্দ্বিধায় বিকল্প কাজ ও ব্যয় সংকোচন করে পরিবার পরিচালনা করছেন। আশা করি তাদের সংখ্যা আরো বাড়বে। আর এমনিভাবে সমাজে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও আত্মপ্রীতি কমে কর্মপ্রীতি বাড়বে। আসুন শুধু কথা নয়, মঙ্গল ও ভাল কাজ করার মধ্য দিয়ে আমরা করোনাভাইরাস সৃষ্ট সংকটকে মোকাবেলা করি। ✝

'তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের আমার দেব। তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা, কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র-হৃদয় আমি।' (মথি ১১:২৮-২৯)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৫ - ১১ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৫ জুলাই, রবিবার

জাখারিয় ৯: ৯-১০, সাম ১৪৫: ১-২, ৮-১১, ১৩-১৪, রোমীয় ৮: ৯, ১১-১৩, মথি ১১: ২৫-৩০

৬ জুলাই, সোমবার

সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি, কুমারী ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
হোসেয়া ২: ১৬-১৭, ২১-২২, সাম ১৪৫: ২-৯, মথি ৯: ১৮-২৬

৭ জুলাই, মঙ্গলবার

হোসেয়া ৮: ৪-৭, ১১-১৩, সাম ১১৫: ৩-৯, ১০, মথি ৯: ৩২-৩৮

৮ জুলাই, বুধবার

হোসেয়া ১০: ১-৩, ৭-৮, ১২, সাম ১০৫: ২-৭, মথি ১০: ১-৭

৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার

সাধু আগষ্টিন ঝাঁও রং, যাজক ও সঙ্গীগণ,স্মরণ দিবস
হোসেয়া ১১: ১, ৩-৪, ৮-৯, সাম ৮০: ১-২, ১৪-১৫, মথি ১০: ৭-১৫

১০ জুলাই, শুক্রবার

হোসেয়া ১৪: ২-১০, সাম ৫১: ১-২, ৬-৭, ১০-১২, ১৫, মথি ১০: ১৬-২৩

১১ জুলাই, শনিবার

সাধু বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ স্মরণ দিবস
শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়র স্মরণে খ্রিষ্টযাগ
ইসাইয়া ৬: ১-৮, সাম ৯৩: ১-২, ৫, মথি ১০: ২৪-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৬ জুলাই, সোমবার

+ ২০১৭ সিস্টার রোজ বার্ণার্ড সিএসসি (ঢাকা)

৭ জুলাই, মঙ্গলবার

+ ১৯৫৮ সিস্টার এম. আগাথা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী সেলিন এসএমআরএ (ঢাকা)

৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৫১ ফাদার অট্টেরিনো পেডরত্তি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৩ সিস্টার জন লাপন্ট সিএসসি

১০ জুলাই, শুক্রবার

+ ১৯৭১ ফাদার এডোয়ার্ডো ফেরারিও পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭০ ফাদার মারিও কিওফি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বেনেডিক্টস পিসিপিএ (দিনাজপুর)

১১ জুলাই, শনিবার

+ ১৯৭৪ ফাদার জার্ভেস লাপিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)

॥খ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কিভাবে হয়?

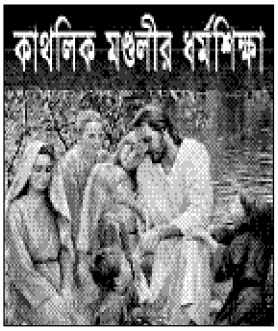

সারসংক্ষেপ

১১৮৬: উপাসনা অনুষ্ঠান হচ্ছে সমগ্র খ্রিস্টের, তথা মস্তক ও দেহের কাজ। আমাদের মহাযাজক, ঈশ্বরের পবিত্রা জননী, প্রেরিতদূতগণ, সকল সাধু সাধ্বী এবং যারা ইতোমধ্যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করেছেন সেই জনমণ্ডলীর সঙ্গে স্বর্গীয় উপাসনায় অবিরামভাবে এই অনুষ্ঠান করেন।

১১৮৮: উপাসনা অনুষ্ঠানে সমগ্র সমবেত জনগণই, প্রত্যেকে তার নিজ ভূমিকা অনুযায়ী 'উপাসনাকারী'। দীক্ষাস্নানের ফলে প্রাপ্ত যাতকত্ব হচ্ছে খ্রিস্টের সমগ্র দেহের। কিন্তু বিশ্বাসীবর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যাক্তিকে দেহের মস্তকরূপে খ্রিস্টের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পুণ্য সংস্কারে পদাভিষিক্ত করা হয়।

১১৮৯: আনুষ্ঠানিক উপাসনায় চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহৃত হয় যা সম্পর্কযুক্ত সৃষ্টির সঙ্গে (মোমবাতি, জল, আগুন), মানব জীবনের সঙ্গে (ধৌতকরণ, তেললেপন, রুটি খণ্ডন) এবং মুক্তির ইতিহাসের সঙ্গে। ধর্মাবিশ্বাসের জগতে অঙ্গীভূত হয়ে এবং পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা গৃহীত হয়ে এই বিশ্বসৃষ্টির উপাদানগুলো, মানবিক অনুষ্ঠানগুলো এবং ঈশ্বরের স্মরণার্থে অঙ্গভঙ্গিগুলো, খ্রিস্টের পরিত্রাণদায়ী ও পবিত্রীকারী কার্যের বাহক হয়ে উঠে।

১১৯০: ঐশবাণী ঘোষণা অনুষ্ঠান হচ্ছে উপাসনা অনুষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য প্রকাশ পায় ঘোষণাকৃত ঐশবাণীর মাধ্যমে এবং সেই বাণীর প্রতি ধর্মবিশ্বাসের সাড়াদানে।

১১৯১: গান ও সঙ্গীত উপাসনা অনুষ্ঠানের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। এগুলোর সঠিক ব্যবহারের নীতি নির্ধারক হচ্ছে প্রার্থনাদির সৌন্দর্য প্রকাশ, জনগণের প্রণবন্ত অংশগ্রহণ এবং অনুষ্ঠানের পবিত্রতা।

১১৯২: আমাদের গির্জায় ও বাড়িতে পুণ্য প্রতিকৃতি রাখার উদ্দেশ্য হল খ্রিস্টের রহস্যে আমাদের ধর্মবিশ্বাস জাগ্রত ও লালন করা। খ্রিস্টের ও আমাদের মুক্তিকার্যের প্রতিকৃতির মাধ্যমে আমারা খ্রিস্টকেই আরাধনা করি। ঈশ্বরের পবিত্রা জননী, স্বর্গদূতগণ ও সাধু-সাধ্বীগণের প্রতিকৃতির মাধ্যমে আমরা তাদেরই প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

১১৯৩: খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানের জন্য প্রধান দিবস হচ্ছে রবিবার তথা প্রভুর দিন, কারণ এ দিনটি হল পুনরুত্থানের দিন। এ দিনটি হল উপাসনাকারী জনগণের শ্রেষ্ঠ দিন, খ্রিস্টীয় পবিারের দিন, এবং আনন্দের দিন ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার দিন। রাবিবার হচ্ছে সমগ্র পূজনবর্ষের ভিত্তি ও প্রাণকেন্দ্র।

১১৯৪: প্রভুর দেহধারণ ও জন্মগ্রহণ থেকে তার স্বর্গারোহণ, পবিত্র আত্মার আবরোহণ ও প্রভুর পুনরাগমনের প্রত্যাশ পর্যন্ত, খ্রিস্টের সম্পূর্ণ ত্রাণ রহস্য খ্রিস্টমণ্ডলী সরাটি বছর ধরে ধীরে-ধীরে প্রকাশ করে থাকে॥

ফাদার সজল আন্তনী কস্তা

সাধারণকালের ১৪ রবিবার

১ম পাঠ : জাখারিয় ৯:৯-১০
২য় পাঠ : রোমীয় ৮:৯, ১১-১৩
মঙ্গলসমাচার : মথি ১১:২৫-৩০

এক লোক তার টাকা ফেরৎ নেওয়ার জন্য পাওনাদার লোকের বাড়িতে আসছে। আর পথে মধ্যে থাকতেই দেনাদার লোকটি যখন জানতে পারল যে পাওনা টাকা নেবার জন্য লোকটি আসছে তখন সে তার ছেলে মেয়েদের বলে রেখেছে যে, কেউ যদি বাড়ি এসে আমাকে খোঁজে, তবে বলো যে আমি বাড়িতে নেই। এই কথা বলে বাবা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকল। পাওনাদার লোকটি বাড়িতে এসে দেনাদার লোকটিকে ডাক দিল। কিন্তু কোন উত্তর নেই। ছেলে মেয়েরা তখন উঠানে খেলা করছিল, আর লোকটি তাদের জিজ্ঞেস করল তোমাদের বাবা কোথায়? ছোট মেয়েটি তখন লোকটিকে বলল যে, বাবা বলতে বলেছে যে তিনি বাড়ি নেই। তখন পাওনাদার লোকটি বুঝতে পারল বিষয়টি।

লোকটি তার ছেলে মেয়েদের মিথ্যা বলতে বলেছে কিন্তু ছোট মেয়েটি সহজ সরল বলে সত্য কথাটি বলে দিয়েছে। এই গল্প থেকে শিক্ষা নিতে পারি যে শিশুরা সহজ সরলভাবে সব কিছু সত্য বলে গ্রহণ করে মিথ্যা বলার প্রবণতা তাদের নেই।

ছোট বেলায় ধর্মক্লাশে শিক্ষকগণ শেখাতেন যে তোমার বাম কাঁধে শয়তান থাকে যে তোমাকে খারাপ বুদ্ধি দেয়, চুরি করতে বলে, মিথ্যা কথা বলতে বলে, আরো অনেক মন্দ বুদ্ধি দেয়, আর তোমার ডান কাঁধে ঈশ্বরের দূত থাকে। সে তোমাকে ভাল বুদ্ধি দেয়, সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে বলে, ভাল কাজ করতে বলে, পিতা মাতার বাধ্য হয়ে চলতে বলে, আরো অনেক ভাল বুদ্ধি দেয়। তোমরা কার বুদ্ধিতে চলতে চাও? সবাই উত্তর দিত ঈশ্বরের দূতের বুদ্ধিতে। এই সমস্ত ধর্মশিক্ষার আলোকে শিশুরা সহজ সরলভাবে সিদ্ধান্ত নেয় সত্যকে শিখতে ও মেনে চলতে। এই শিশুদের মতো যারা সহজ সরল ও নম্র স্বর্গ রাজ্য তাদেরই। সত্যিই তো স্বর্গে যেতে হলে এই শিশুদের মতোই হতে হবে।

যিশু আজ স্বর্গীয় পিতাকে বলছেন যে পিতা, স্বর্গরাজ্যের এই সমস্ত কথা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছে গোপন রেখেছেন আর প্রকাশ করেছেন নিতান্ত শিশুদের কাছে। আসলে কি এমন বিষয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে আর প্রকাশ করা হয়েছে শিশুদের কাছে? বাইবেল বিষয়দগণ মনে করেন যে শিশুদের কাছে ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন তাঁর রাজ্যের বিষয়ে, যেখানে থাকবে ভালবাসা, নম্রতা, সহজ সরল মনোভাবের মানুষ। সৃষ্টির প্রথমেই দেখি যে আদম ও হবা তাদের ঐশরিক জ্ঞান ছাড়া অর্থাৎ ঈশ্বর যে তাদের শিশু সুলভ জ্ঞানের অধিকারী করে রেখেছিলেন, সেখান থেকে বের হয়ে জাগতিক, মানবিক এবং শয়তানের শিক্ষার বড় মনে করায় তারা স্বর্গে থাকতে পারেনি। তাই বলা হয় শিশুর মতো নম্র সরল-হৃদয় যারা, তারাই ঐশ রাজ্যের কথা বোঝে। সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধিতে যারা জ্ঞানী-বুদ্ধিমান, তারা অনেক সময় অহংকারে অন্ধ হয় বলেই যিশুর কথার অর্থ বোঝে না। শিশুর মতো সরল নম্র-হৃদয় যারা, সেই সব মানুষ তারা যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করে অন্তদৃষ্টির সেই বিশেষ ক্ষমতা, সেই আধ্যাত্মিক বোধশক্তি, যার আলোকে ঐশ রাজ্যের কথা সত্য বলে উপলব্ধি করে।

আমরা দেখি ১ম পাঠে প্রবক্তা জাখারিয়ার গ্রন্থে এখানে ভগবান তিনি মহান রাজা হয়েও নম্রচিত্ত, সরল ও উদার মনের মানুষ। তিনি সিয়োন ও জেরুসালেমের কন্যার নিকট আসছেন তাই তার কতই না আনন্দ। ভগবান মহান হয়েও একটি সাধারণ মেষের মধ্যদিয়ে এই ধরা ধামে নেমে এলেন। ভগবান তিনি আমাদের কাছেও আসতে চান। তাকে গ্রহণ করতে হলে শিশুর মত নম্র হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আসতে হবে।

ঈশ্বরের রাজ্যে থাকতে হলে ২য় পাঠে সাধু পল রোমীয় বাসীদের মত আমাদেরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে খ্রিস্টের আত্মা যদি আমাদের অন্তরে না থাকে, তবে আমরা খ্রিস্টের নই। অর্থাৎ তাঁর পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। আর আমরা যেন নিম্নতর স্বভাবটার নিয়ন্ত্রনে না থেকে পবিত্র আত্মারই নিয়ন্ত্রনে থাকি। তাই আমাদের জীবন যাপন যেন পবিত্র আত্মারই শক্তিতে পরিচালিত হয়।

স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টিকর্তার সামনে মানবীয় জ্ঞান কিছুই না, কজেই কোন জিনিস জ্ঞানীদের কাছে গোপন বা কোন জিনিস নিতান্ত শিশুদের কাছে প্রকাশ পাবে তা স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা, কেউ তার বিরোধিতা করতে পারবে না। শাস্ত্রী, ফরিসী, সাদুকী আরো যারা নিজেদের অনেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে করতো যিশু বলেছেন তারা সবার শেষে থাকবে। অপরদিকে একজন ব্যক্তিও হৃদয়ের পবিত্রতা ও সরলতা দিয়ে শিশু মনোভাব নিয়ে ঐশ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে।

আজকের মঙ্গলবাণীতে যিশু আরো বলেছেন আমরা যেন তার জোয়াল আমাদের কাঁধে তুলে নেই। জোয়াল হলো গুরুর আদিষ্ট কর্তব্য ভারের প্রতীক। যারা শাস্ত্রীদের গুরু বলে মানত, শাস্ত্রীদের খুঁটিনাটি বিধিনিষেধ পালন করতে করতে তারা হাঁপিয়ে উঠত। এদিকে প্রভু যিশু মানুষের সামনে যে আধ্যাত্মিক জীবন আদর্শ তুলে ধরেছেন, যে আদর্শ খুবই মহৎ বটে, কিন্তু তা পালন করা তুলনায় অনেক সহজ এবং অনেক তৃপ্তিকর, যেহেতু সেই আদর্শ আন্তরিক ভক্তি ভালবাসারই আদর্শ এবং সেই মেনে চলে, তাদের অন্তরটা দিনদিন পবিত্র হয়ে ওঠায় অন্তরে তারা গভীর থেকে গভীরভর শান্তি ও আনন্দ লাভ করে।

যিশু আজ আমদেরও আহ্বান করছেন যে তোমরা বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা তোমরা সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের আরাম দিব। জগৎ আজ বড়ই ক্লান্ত। ভারা ক্লান্ত। মানুষের মধ্যে হতাশা, নিরাশা। একটু শান্তি লাভ করতে, তার নিকট আত্ম সমর্পণ করতে বা নিজেকে সঁপে দিতে, তিনিই আমাদের জীবনের সব দুঃখ কষ্ট থেকে বহনকারীর সঙ্গেই থাকেন। তিনি তার বোঝার বেশির ভাগটাই নিজে বহন করেন। আমাদের কষ্ট তিনি লাঘব করেন। আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসব চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে গেলেন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, যেন আমরা তাঁরই রক্তে ধৌত হয়ে একদিন নির্মল হৃদয়ে তারই সাথে স্বর্গে থাকতে পারি। স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য যিশু আজ আমাদের তার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন, আমরা প্রত্যেকেই যেন শিশু সুলভ মনোভাব নিয়ে সেই আহ্বানে যেন সাড়া দেই॥ ❍

করোনা মহামারী চলাকালীন সময়ে পারিবারিক সহিংসতা

জেমস গোমেজ

বিশ্বে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে মাত্র তিন মাসের লকডাউনে পারিবারিক সহিংসতা ২০ শতাংশ বেড়েছে। চলতি বছর অন্তত এক কোটি ৫০ লাখ পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা ঘটতে পারে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল ইউএনএফপিএ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। বিবিসি অনলাইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লকডাউনের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বেড়েছে নারীর প্রতি পারিবারিক নির্যাতন। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও বলেছেন, করোনাভাইরাসের এই প্রাদুর্ভাবের সময় বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা বেড়ে গেছে বহুগুণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে অনুযায়ী, সারাবিশ্বে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত লোকবলের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী। চীনের স্বাস্থ্যকর্মীদের ৯০ শতাংশই ছিলেন নারী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নারী যেমন একদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে, অপরদিকে উদ্বেগজনকভাবে নিজেরা শিকার হচ্ছে 'নির্যাতন' নামক ভাইরাসের। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের আগে পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছিল, বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নারী কোনো না কোনো সময় নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু এই সংখ্যা লকডাউনের সময় বেড়েছে। জাতিসংঘের তথ্যমতে, করোনার সময় নারী নির্যাতন উন্নত ও দরিদ্র অর্থনীতির দেশ উভয়কেই প্রভাবিত করে।

ব্রিটেনের পারিবারিক সহিংসতার বিষয়ে সহায়তা দেয় দ্য ন্যাশনাল ডমেস্টিক অ্যাবিউজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, সম্প্রতি তাঁদের হেল্পলাইনে সাহায্য চাওয়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে। দুই সপ্তাহ আগে যখন লকডাউন ছিল না, তখনকার তুলনায় বর্তমানে সাহায্য চাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে ২৫ শতাংশ। ঘরে আটকে থাকার ফলে নারীরাই মূলত তাদের বন্ধু বা স্বামীর নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ব্রিটেনে নির্যাতনের ঘটনা রিপোর্ট করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে যে হটলাইনের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে গত সপ্তাহান্তে ৬৫ শতাংশ বেশি টেলিফোন কল এসেছে বলে সরকার জানিয়েছে।

রয়টার্সের তথ্যমতে, লকডাউনের প্রথম সপ্তাহেই ভারতে নারী নির্যাতন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, তুরস্কে সবাইকে ঘরে থাকার নির্দেশনা দেওয়ার পর থেকে নারী-হত্যার হার বেড়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় লকডাউনের প্রথম সপ্তাহে অন্তত ৯০ হাজার লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার অভিযোগ এসেছে। অস্ট্রেলীয় সরকারের কাছে অনলাইনে সাহায্য প্রার্থনার হার বেড়েছে ৭৫ শতাংশ। এক সপ্তাহে ফ্রান্সে ঘরোয়া নির্যাতন বেড়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ। অপরদিকে, যুক্তরাজ্যে সরকারি হটলাইনে নির্যাতনের শিকার নারীদের ফোন ৬৫ ভাগ বেড়েছে *(দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ শে মার্চ, ২০২০)*।

আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনার গবেষক পিটারম্যান ও তার সহলেখকগণ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট থেকে প্রকাশিত 'মহামারি ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা' শিরোনামে গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক মন্দার সময় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার আশঙ্কা বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকায় ইবোলা সংক্রামণের সময় যৌন নিপীড়ন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ইয়াসমীন (২০১৬) দেখান যে, ইবোলার সময় ধর্ষণসহ নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা বেড়ে গিয়েছিল। অপরদিকে ওয়েংগিং (২০২০) তার গবেষণায় উল্লেখ করেন, নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান অনুসারে এই বছরের মার্চে চীন, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় গত বছরের মার্চের চেয়ে নারী নির্যাতনের হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউকে'র বিখ্যাত সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানের তথ্যমতে, লকডাউনের কারণে ইংল্যান্ডে নারী নির্যাতন, শিশু নিপীড়ন ও পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে (দ্য গার্ডিয়ান, ২৮ মার্চ)। অপরদিকে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্তোফে কাস্তাঁয়ের জানিয়েছেন, লকডাউনের পর ফ্রান্সের বেশ কয়েকটি পুলিশ স্টেশনে পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগের হার ৩০ শতাংশ বেড়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, তুলনামূলকভাবে দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় ঘরে যারা নিপীড়নের শিকার হন, তাদের ক্ষেত্রেও পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এবার আমাদের দেশের অবস্থা জানা যাক, বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস সংক্রমণের এই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও চলছে লকডাউন। দীর্ঘ ৬৪ দিন ধরে চলা বিরামহীন লকডাউনের পর বর্তমানে সারাদেশে জোনভিত্তিক লক ডাউন চলমান। এর ফলে বেশির ভাগ মানুষই ঘরে অবস্থান করতে হচ্ছে। অধিকাংশ কর্মজীবী মানুষের হাতে কাজ নেই। স্কুল বন্ধ, তাই শিশুদের খেলাধুলারও সুযোগ নেই। যেকোনো সময় ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় মানুষের মনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় বেড়ে গেছে পারিবারিক অস্থিরতা, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা। বিভিন্ন পরিসংখ্যান এই বেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। মানসিক চাপ, আর্থিক সংকট আর নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এমনটা ঘটছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিনোদন, বই পড়া, সিনেমা দেখা, ব্যায়াম, ধর্মচর্চা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

বাংলাদেশে করোনাকালে নারী নির্যাতনের পরিধি ও ধরণ জানতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর পর্যালোচনা করে রীতিমতো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি পাওয়া গেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা মানবধিকার সংস্থা থেকে এখনও সেরকম রিপোর্ট বা তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই গত মার্চ ২০ থেকে এপ্রিল ২০ পর্যন্ত মোটামুটি ৫টি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট পর্যালোচনা করে যে ঘটনাগুলো বেশি পাওয়া গেছে তার মধ্যে ধর্ষণ, যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, গৃহকর্মী নির্যাতন এবং আত্মহত্যা

উল্লেখযোগ্য। তুলনামূলকভাবে ধর্ষণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং ৮০% ক্ষেত্রে ভিকটিম শিশু। পাশাপাশি ৪ এপ্রিল দৈনিক প্রথম আলোর সূত্রমতে, ঢাকা মহানগর এলাকায় ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র ১০ দিনে ধর্ষণ, যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন ও অপহরণের ২৮টি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন ৩৭ জন। এই সময়ের মধ্যে ৯টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। আর যৌতুকের জন্য নির্যাতনের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৮টি। এর বাইরে যৌন নিপীড়নের অপরাধে মামলা হয়েছে ৬টি, অপহরণের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৫টি। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে লকডাউনের মধ্যে এপ্রিলে সারা দেশে ৪০জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। আর গত বছর এই সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪৭জন নারী। যেখানে বাইরে মানুষ বের হচ্ছে না তখন এই ধর্ষণের সংখ্যা নারী নির্যাতন বেড়ে যাওয়ারই প্রমাণ।

মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন দেশের ২৭টি জেলায় এপ্রিল মাসে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপ অনুসারে ২৭টি জেলায় এপ্রিল মাসে চার হাজার ২৪৯জন নারী এবং ৪৫৬টি শিশু নিজ ঘরেই সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে স্বামীর হাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৮৪৮জন নারী, মানসিক নির্যাতনের শিকার দুই হাজার আটজন, যৌন নির্যাতনের শিকার ৮৫ এবং অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এক হাজার ৩০৮জন নারী। উত্তরদাতা চার হাজার ২৪৯জন শিশুর মধ্যে ৪২৪জন পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছে। জরিপে অংশ নেওয়া এক হাজার ৬৭২জন নারী এবং ৪২৪জন শিশু আগে কখনো নির্যাতনের শিকার হয়নি। শিশুদের মধ্যে শতকরা ৯২ ভাগ তাদের মা-বাবা ও আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে। আর এ নির্যাতনে স্বামীরাই প্রধানত জড়িত। কারণ তাঁদের কোনো কাজ নেই। বেশির ভাগেরই আয় নেই। তাঁরা বাইরে যেতে পারছেন না, আড্ডা দিতে পারছেন না। তাঁদের ওপর যে চাপ তা নারীর ওপর দিয়েই যাচ্ছে। সব কিছুর জন্য নারীকেই দায়ী করার একটা মানসিকতা কাজ করে পুরুষের মধ্যে, এরও বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সংকটকালে।' 'বিশ্বে এই করোনার সময় লকডাউনে নারী নির্যাতন ২০ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। আর এখানে স্বাভাবিক অবস্থায়ও নারীর প্রতি সহিংসতা বেশি। করোনার সময় এখন পুরুষরা ঘরে থাকছেন। পরিবারের সব সদস্যরা ঘরে থাকছেন। ফলে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে।'

কোস্ট ট্রাস্ট উপকূলের ছয়টি জেলায় করোনা পরিস্থিতির প্রভাব নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে। তাতে ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বেড়েছে। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গালাগাল বা কটূক্তির ঘটনা ঘটেছে ৮২ শতাংশ পরিবারে। ৯ শতাংশ পরিবারে গায়ে হাত তোলা এবং ৯ শতাংশ পরিবারে যৌতুকের জন্য চাপ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশালসহ উপকূলের ছয়টি জেলায় কোস্ট ট্রাস্টের ১২টি শাখার অধীন ২৪০ জন দরিদ্র, নারী প্রধান ও নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে এ জরিপ চালানো হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ ছিল নারী প্রধান পরিবার।

আরেক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত ২৬ মার্চ সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর থেকে ১২ এপ্রিলের মধ্যে জাতীয় জরুরি হেল্প লাইনে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কিত ৭৬৯টি ফোন কল এসেছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর অতিরিক্ত ডিআইজি তবারক উল্লাহ সংবাদ মাধ্যমে জানান, 'করোনাকালীন এই সময়েও অন্যান্যসেবার সঙ্গে পারিবারিক সহিংসতায় ঘটনায় সহায়তা চেয়েও ফোন কল আসছে, যা অন্যকোনো সময়ের চেয়ে কম নয়। ঘরে নারী নির্যাতন করা হচ্ছে, এমন ফোনে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করার ঘটনাও আছে।' করোনা পরিস্থিতিতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে নারী সংহতি আন্দোলনের সভাপতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক শ্যামলী শীল বলেন, 'নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা আগেও ছিল। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এ সময় মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র শ্রেণির পরিবারগুলো দারুণ অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে। পরিবারের সবাই ঘরে অবস্থানের কারণে নারীদের জন্য গৃহস্থালি কাজের চাপ বেড়েছে।' তিনি মনে করেন, টানাটানির সংসারে কর্তাব্যক্তিটির সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তা উপার্জন ও সংসার চালানোর উপায় নিয়ে। সব মিলিয়ে একটা পারিবারিক অশান্তি। আর সামগ্রিকভাবে এসবের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে পারিবারিক সহিংসতার মধ্য দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই এ রকম সহিংসতার শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা।'

অপরদিকে, স্টেপস ও সিএসডিএফ'র পক্ষ থেকে দেশের ১২টি জেলায় চালানো সমীক্ষায় দেখা গেছে করোনাকালীন সময়ে পারিবারিক সহিংসতা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। আর লকডাউনের কারণে নারীরা ঘরের বাইরে যাওয়া কমালেও ঘরে তাদের উপর দায়িত্ব অনেকগুণ বেড়ে গেছে। আর অধিকাংশ নারীরা কর্মহীন হবার কারণে তাদের আয় রোজগার কমে যাওয়ায় পরিবারে অনেকেই নিগ্রহের শিকার। আর নারীর আয়-রোজগার কমায় তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে গেছে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সালাহউদ্দিন কাউসার বিপ্লব মনে করেন, দীর্ঘ সময় ধরে ঘরে আটকে থাকা, যোগাযোগ কমে যাওয়া, আড্ডা না থাকা, প্রতিদিনের স্বাভাবিক রুটিনের বিশাল পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে মানুষের মনে অস্থিরতা কাজ করছে। ঘুম, খাওয়া, একই কাজ বারবার বা দিনের পর দিন করার কারণে মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। এই মেজাজ খারাপ শিশুদের ও নারীদের ওপর গিয়ে পড়ছে। একইভাবে শিশুরা ঘরে আটকে আছে, স্কুল-পড়াশোনা-খেলাধুলা বন্ধ থাকায় তাঁরাও অধৈর্য হয়ে উঠছে। ফলে নারী ও শিশুদের প্রতি পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা বেড়ে গেছে।' তাঁর মতে, অবস্থা উত্তরণের জন্য সুন্দর একটা রুটিন তৈরি, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার আশ্বাস, বর্তমান অপূর্ণতাকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, যাঁরা ধর্মীয় কাজ করতে পছন্দ করেন তাঁদের সেটা করা, বিনোদন, বই পড়া, সিনেমা দেখা, শারীরিক ব্যায়ামে নিজেদের ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি ভালো দিনের জন্য অপেক্ষার মাধ্যমেই ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে।

উল্লেখিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, করোনা মহামারিতে পারিবারিক সহিংসতার কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ও দারিদ্র্যতার কারণে সৃষ্ট চাপ, কোয়ারেন্টিনে থাকার ফলে সামাজিক দূরত্ব, চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, পারিপার্শ্বিক আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে নীপিড়নমূলক আচরণ, রিপোর্ট করার সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্যতম। পাশাপাশি করোনায় প্রকৃতপক্ষে কী কী ধরণের সহিংসতা হয়েছে তার পরিসংখ্যান বের করা দরকার। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সমাজ পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে সম্পদের বন্টন ও বিনিময় বাড়ানোর মাধ্যমে এ সমস্যা কিছুট প্রশমন করা যেতে পারে॥ ○

তথ্যসূত্রঃ

1https://www.bbc.com/bengali/news-52110591

লড়াই হোক আরো অনেক ভাইরাসের বিরুদ্ধে

রক রোনাল্ড রোজারিও

নভেল করোনাভাইরাসের ভয়ংকর থাবায় দেশ হতে দেশান্তরে জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। এ মহামারী আজ বিশ্বব্যাপী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনসহ জগত ও জীবনের সকল ক্ষেত্রকে উলট-পালট করে দিয়েছে, সর্বত্র আজ দীর্ঘ লকডাউন ও সামাজিক দূরত্ব অবলম্বন করে জীবন বাঁচানো মরিয়া প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

কতিপয় ধর্মীয় নেতা ও নীতিবাদীগণ এ মহামারী ও তার ভয়ংকর প্রভাবকে মানব সমাজের সুদীর্ঘকালের "পরিবেশতগত পাপের" বিরুদ্ধে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অল্প বা অধিকমাত্রায় যাই হোক না কেন আমরা সকলে পাপী বটে, কারণ আমরা ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে বহুকাল ধরে নানা ধরণের ভাইরাসকে লালন করেছি। সেসব ভাইরাস কোনভাবে করোনা ভাইরাসের চেয়ে কম ভয়াবহ নয় এবং এ মহামারীকালে যখন গোটা পৃথিবী প্রাণ বাঁচাতে আর্তনাদ করছে, সে সময়েও এসব ভাইরাস প্রবল প্রতাপে তাদের স্বরূপ দেখিয়ে চলেছে।

করোনাভাইরাসের সঙ্গে এসব ভাইরাসের একমাত্র পার্থক্য হলো এটি কোন শ্রেণী ভোদাভেদ করে না। ধনী ও গরীব, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাতির প্রতি করোনাভাইরাস সমতার নীতিতে চরমভাবে বিশ্বাসী।

আজ আমরা যখন প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে নিজেদেরকে গৃহবন্দী করে রাখছি, আমাদের মনে রাখা উচিত যে যুগ যুগ ধরে আমরা নানা বন্য প্রাণী ও পাখিকে নিজেদের বন্য আনন্দের আশ মেটাতে খাঁচায় বন্দী করে রেখেছি। আসুন পেছন ফিরে দেখি আমাদের কী কী পাপের কারণে ক্রুদ্ধ প্রকৃতি আজ চরম প্রতিশোধ নিচ্ছে।

চীনের নৈতিক দেউলিয়াত্ব

যুগ যুগ ধরে চরম সমাজতন্ত্রী চীন খুব দক্ষতার সাথে মানবাধিকার ও ধর্মকে মারাত্মকভাবে পায়ের তলায় দলে এসেছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বিরুদ্ধ মতকে ভয়ংকরভাবে স্তব্ধ করেছে এবং চীনের মূল ভূখন্ড ও হংকংয়ের মধ্যে বিশেষ স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে গণতন্ত্রের সামান্যতম আকাঙ্ক্ষাকে পিষে ফেলেছে।

চীনের সাম্প্রতিককালের ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও চীনের সাথে লাভজনক বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে বিশ্বের তাবৎ প্রভাবশালী দেশগুলো চীনের এসব সর্বগ্রাসী ও নির্মম রাষ্ট্রীয় নীতি বন্ধ করতে কার্যকর কোন উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

চীনের এহেন দমনমূলক ও হঠকারী রাষ্ট্রীয় নীতি সত্ত্বেও বোদ্ধারা ধারণা করেছিলেন একবিংশ শতক হতে চলেছে চীনা শতক। কিন্তু নির্মম পরিহাস হলো চীন অত্যন্ত

লজ্জাস্করভাবে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার বাধাগ্রস্ত করা, এমনকি যে চিকিৎসক প্রথম এ ভাইরাস শনাক্ত করতে সক্ষম হন তাকে শাস্তির ব্যবস্থা প্রমাণ করে। চীনকে কোনভাবে বিশ্বাস করা চলে না।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ দুরাচার ও দ্বিচারিতা বিশ্বজনীন এক মহাদুর্যোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এখন বিশ্বজুড়ে চীন ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন এবং আন্তর্জাতিক আদালতে মামলার হুমকিতে পড়েছে। বাস্তবিক অর্থেই চীন এমন নৈতিকভাবে দেউলিয়া যে এক বৈশ্বিক পরাশক্তি হওয়ার কোন যোগ্যতা তার নেই।

রোম যখন পুঁড়ছে নিরো বাজায় বাঁশি

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বিত্তশালী রাষ্ট্রগুলো করোনা ভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণ ও মৃত্যুর দিকে লক্ষ্য করলে ব্যাপারটি আরেকটু খোলাসা হবে।

ইতালি, স্পেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের প্রতি নজর দিলে বোঝা যাবে তারা তাদের উন্নত বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে এতই আত্মতুষ্ট ছিল যে তারা আসন্ন এক মানবিক মহাবিপর্যয়ের সতর্কবাণীকে পাত্তাই দেননি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার বিপর্যকর ও হঠকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রম দেশটিকে করোনাভাইরাসের সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যুর মাধ্যমে এক শোকরাজ্যে পরিণত করার পেছনে দায়ী।

ট্রাম্প ও তার তাঁবেদারগণ নানাবিধ ভুল পদক্ষেপের কারণে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো সমালোচনার মুখে নিজেদের শোধরানোর পরিবর্তে ট্রাম্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কঠোর সমালোচনা করেন। তার ভাষায়, সংস্থাটি করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় "চরম অব্যবস্থাপনার" পরিচয় দিয়েছে এবং দাবি করেন যে সংস্থাটির "ভুল পদক্ষেপের কারণে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে।"

শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প এ চরম দুর্যোগকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মার্কিন সহায়তা স্থগিত করে দেন। ব্যাপারটি হতাশাজনক হলেও বিস্ময়কর নয়। যে লোক মনে করে জলবায়ু পরিবর্তন এক চীনা ষড়যন্ত্র, তার কাছ থেকে এমন আচরণ মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো বরাবরই নিজেদেরকে সাম্যবাদের ধারক ও বাহক বলে প্রচার করে থাকে, কিন্তু বাস্তবে সত্যিকারের সাম্যবাদী ও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা অনেক রাষ্ট্রে আজো সুদূরপরাহত। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপে ক্রমবর্ধমান ডানপন্থী ও জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটেছে, যার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অভিবাসন ও শরণার্থীবিরোধী নীতি প্রণীত হয়েছে। এহেন দৃষ্টিভঙ্গি এ মহামারীর কালে আদতে কোন উপকারেই আসেনি। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা ব্যবস্থা সত্ত্বেও হাজার হাজার নাগরিক মৃত্যুবরণ করেছে। যদি এ মহামারীতে এমনতর প্রাণহানি যদি একগুঁয়ে রাজনীতিকদের কঠিন হৃদয় পরিবর্তন করতে না পারে, তাহলে আর কোন কিছুতে হবে বলে মনে হয় না।

অবজ্ঞা, বৈষম্য ও দুর্নীতি

করোনাভাইরাসের রাহুগ্রাসে যখন ভারত ও বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে পড়ল, তখন অন্য সব সময়ের মতো বহুল পরিচিত ভাইরাস- অবজ্ঞা, বৈষম্য ও দুর্নীতি-

অনিবার্যভাবে তাদের স্বরূপে আবির্ভূত হলো।

মার্চের ২৪ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করলেন। তিনি তার দেশের কোটি কোটি হতদরিদ্র ও অভিবাসী শ্রমিক সম্প্রদায়ের দুর্দশার বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এমন তড়িৎ ও অবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপের কারণে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, অভিবাসী মানুষ শত শত মাইল পায়ে হেঁটে, খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে অনাহারে দুঃসহ যাত্রা করে বাড়ির পথে।

ভারতীয় মিডিয়া জানায়, এ মহামারীকালে আসাম রাজ্যের বেশ কয়েকজন বিচারক কোভিড-১৯ ফাণ্ডে অর্থ সহায়তা করেন, তবে শর্ত হলো এ সহায়তা যাতে কোন মুসলিম না পায়। বিষয়টি দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচিত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের অসহিষ্ণু, বৈষম্যমূলক, দরিদ্রবিরোধী ও সংখ্যালঘুবিরোধী নীতির ফলে ভারতের যে উল্টোযাত্রা তা এ মহামারীতে আবারো প্রতীয়মান হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এ মহামারীর ব্যাপার প্রাথমিকভাবে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা ছিল অজ্ঞানতা ও শিথিলতাপূর্ণ। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন ভাইরাসটি এদেশে হানা দেয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল ও দরিদ্র দেশে করোনাভাইরাস ভয়ংকররূপে আবির্ভূত হতে পারে, দেশে ও বিদেশে এমন সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেন নি। এমনকি ফেব্রুয়ারিতে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জরুরী ভিত্তিতে মেডিকেল সামগ্রী আবেদন সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি।

সুতরাং, চীন ও অন্যান্য দেশে করোনা সংক্রমণে হাজারো মানুষ মারা যাওয়ার খবর সত্ত্বেও বাংলাদেশে জীবনযাত্রা ছিল স্বাভাবিক, এমনকি চীনের সঙ্গেও বিমান যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিল। স্কুল, ব্যবসাকেন্দ্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যথারীতি চলছিল। রাস্তাঘাট সর্বত্র জন ও যানে ছিল পরিপূর্ণ।

কোন কোন মূর্খ লোক এমন কথাও বলে বেড়াতে থাকলো যে করোনাভাইরাস হলো চীনা লোকদের প্রতি অভিশাপ কারণ তারা নানা প্রকার নোংরা পশুপাখি খায়, সুতরাং বাংলাদেশের মতো মুসলিমপ্রধান দেশের ধর্মপ্রাণ লোকদের এ নিয়ে ভয়ের কোন কারণ নেই!

কিন্তু সবকিছুই বদলে গেল মার্চের ৮ তারিখ যখন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিনজন করোনা আক্রান্তের খবর জানা গেল, এবং পরিস্থিতি আরো ব্যাপকভাবে পাল্টাতে শুরু করল যখন এ ভাইরাসের কবলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপক প্রাণহানি শুরু হলো। দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা হলো, সমস্ত গণপরিবহন বন্ধ হয়ে গেলো এবং সকল প্রকার গণ জমায়েত নিষিদ্ধ করা হলো। শেষ পর্যন্ত সবই হলো তবে অনেক দেরিতে।

আজ অবধি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এক লাখেরও অধিক লোক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এবং চৌদ্দ শতাধিক মারা গিয়েছে। এ পর্যন্ত ৬ লাখের অধিক লোককে পরীক্ষা করা হয়েছে, যা এ বিপুল জনসংখ্যার দেশে তুলনামূলক কম। তাই আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুহারও কম। করোনার লক্ষণ নিয়ে অনেক রোগী ঘুরছে কিন্তু পরীক্ষা করেনি এবং মারা গেছে পরীক্ষা ছাড়াই, এমন সংখ্যা যে অনেক তা নিয়ে বেশকিছু জাতীয় মিডিয়া আশংকা প্রকাশ করেছে।

এহেন পরিস্থিতির পরেও বাংলাদেশী অনেক মানুষ চলাফেরা ও সমাবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মানছে না, যার কারণে সরকার বাধ্য হয়ে পুলিশকে সহায়তা করতে সেনা মোতায়েন করতে বাধ্য হয়েছে। করোনার উপসর্গ নিয়ে বেশ কিছু রোগি বাড়ি ও হাসপাতাল থেকে পালিয়েও গেছে!

কোটি কোটি দরিদ্র ও কর্মহীন লোকদের জন্য সরকার নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু বরাবরের মতো দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়েছে এখানেও। ক্ষমতাসীন দলের ডজন-ডজন স্থানীয় নেতা ও সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দরিদ্রদের সহায়তার জন্য বরাদ্দ ২০০ টনের অধিক চাল আত্মসাৎ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

যে মহামারীকালে পারস্পরিক সহানুভূতির বড্ড প্রয়োজন, বাংলাদেশ ও ভারতে বাড়িওয়ালারা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের অজুহাতে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বাসা ছাড়তে বাধ্য করেছে।

ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ফাইনান্সিয়াল টাইমসে লেখা এক নিবন্ধে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন লিখেছেন যে তিনি আশা করেন যে করেন এ মহামারীর পর উন্নততর এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যেমনটা ঘটেছিল ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর।

মোদ্দা কথা হলো, এ মহামারী শেষে বিশ্ব আরো নতুন ও উন্নততর রূপে আবির্ভূত হবে কি না তা অনেকাংশে নির্ভর করবে আমরা এ মহামারীর পূর্বে যেসব মন্দতা ও দুষ্টচক্রে বাঁধা পড়েছিলাম তা ত্যাগ করতে পারি কি না॥ ○

যখন আমি ঘরে আইসোলেশনে ছিলাম

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া (বৃষ্টিরানী)

যখন আমি ঘরে আইসোলেশনে ছিলাম
তখন একটি শহরের পথ ধরে হেঁটেছিলাম।
খুব শান্ত আর নির্মল শহর ছিল সেটি।

যারা প্রতিনিয়ত আমার সাথে থাকতো,
পুরানো শহরে পাশাপাশি চলতো
তাদের কাউকে দেখতে পাইনি ঝকঝকে
নতুন ঐ শহরে।

অচেনা শহরের নির্মল বাতাস,
পাখির গান,
বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ সব কিছুই যেনো
আমায় আপন করে নিয়েছিল
মাটিও যেনো কেমন মায়াবী ছিলো
হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম বহুদূর-
কখনো বন-পাহাড় ছাড়িয়ে
কখনো নদীর জল পেরিয়ে পৌঁছে যেতাম
আরও অচেনা এক স্বপ্নের পুরিতে
দু'পায়ে এতটুকুও ক্লান্ত বোধ হতো না।

আমার পুরনো শহরে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল।
কেবলই মনে হতো গোধূলীর ধূসর রঙ
ছড়িয়ে আছে আমার চারপাশে।
বনের মধ্যে প্রজাপতি খুঁজেছি
নদীর জলে শাপলা খুঁজেছি
পাতায় পাতায় খুঁজেছি শিশির
কোথাও পাইনি।
আমি প্রতিদিন বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেছি
সূর্যের জন্য অপেক্ষা করেছি
অথচ আকাশকে দেখতে পাইনি
আলোও দেখতে পাইনি
কেবল দেখেছি প্রতিদিন সকল আলো
নিঃশেষ করে
ক্লান্ত সূর্য হেলে পড়েছিল পশ্চিম আকাশে।
আমার বৃষ্টিহীন, আলোহীন পুরানো শহরে
কেবল ছড়িয়ে ছিল বিষাক্ত বাতাস
নোংরা পথের ধূলোবালি আমায় কষ্ট দিতো
পাথরের চাপায় শুকিয়ে গিয়েছিল আমার
সবুজ মন
তাই আমি ঐ শহরকে ছাড়তে চেয়েছি অনেকবার।

যখন আমি ঘরে আইসোলেশনে ছিলাম-
যখন ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো-
যখন আমার সাথে কেবল আমিই ছিলাম
তখন নতুন শহরের পথ ধরে
আমি প্রতিদিন হেঁটেছি আর
প্রতিদিন বৃষ্টিতে ভিজেছি।।
এখনও মাঝে মাঝে একান্তে-
পুরনো শহরের পথ-ঘাট ছেড়ে
হেঁটে যাই
নতুন শহরের নির্মল ও বিশুদ্ধ পথ ধরে॥

স্মৃতির পাতায় ভাই ব্রাদার ড. বিজয় হ্যারোল্ড রড্রিকস্ সিএসসি

প্যাট্রিক এ. রড্রিকস্

ক্ষণজন্মা পুরুষ ব্রাদার ড. বিজয় হ্যারোল্ড রড্রিকস্ সিএসসি। গত ২৩ মে ২০২০ তারিখ পরিবারের সদস্য, সিএসসি ব্রাদার সংঘের (হলিক্রস ব্রাদার্স) সহযাত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে মাত্র ৬২ বছর বয়সে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তার এই অকাল প্রয়াণ তার পরিবার, ধর্ম-সংঘ, মণ্ডলী ও বাংলাদেশ এর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। জন্ম নিলে মরতে হবে এটা এক চিরন্তন সত্য। কিন্তু কিছু কিছু অকাল মৃত্যুকে মেনে নেয়া সত্যি কষ্টকর।

ব্রাদার বিজয় সুযোগ্য বাবার সুযোগ্য সন্তান। বাংলাদেশ কাথলিক ম-লীর অন্যতম কৃতি পুরুষ নাগরী ধর্মপল্লীর নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস্ ও মা এমিলিয়া রোজারিও এর ঘর আলো করে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ০৭ জুলাই তার জন্ম। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তদানিন্তন পোপ ৬ষ্ঠ পৌল মণ্ডলী ও সমাজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বাবা ভিনসেন্ট রড্রিকস্কে (নাগরী সেন্ট নিকোলাস স্কুলের শিক্ষক) 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন। এগারো ভাইবোনের মধ্যে ব্রাদার বিজয় ছিলেন চতুর্থ। কেউ ভাবতেই পারে নি যে, ছোটবেলার সেই রোগাক্রান্ত, দূর্বল ছেলেটিই ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে খ্রিস্টের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের এক বলিষ্ঠ কর্মী।

ছোটবেলায় প্রায়ই অসুস্থ থাকা এ ভাইপোর জন্য তার পিসিমা লুসী রড্রিকস্ (৯৭) সাধু আন্তনীর কাছে মানত করেছিলেন যে, সে সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি তার সমপরিমান ওজনের বিস্কুট/রুটি আন্তনী পর্বে উৎসর্গ করবেন। ধীরে ধীরে বালক বিজয় সুস্থ হয়ে উঠে এবং গায়ে গতরে দীর্ঘদেহী এক বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হয়। প্রার্থনাশীলা পিসিমা একটু একটু করে টাকা জমাতে থাকেন। কিন্তু কোনমতেই মানত পুরা করার মত টাকা জমাতে পারছেন না। বিশ/বাইশ বছর পর তিনি যখন বুঝতে পারলেন তার জমানো টাকায় মানত পুরা করা সম্ভব নয়, তখন তিনি তার ভাইস্তা-ভাইস্তিকে বিষয়টি জানান। তারা আর দেরী না করে মানতটি পুরণ করেন। তখন যুবক বিজয় এর ওজন ছিল ১৪০ পাউণ্ড।

ছোট বেলায়, ভবিষ্যতে কে কি হতে চায়, এ প্রশ্নের উত্তরে শিশু বিজয় বলতো সে 'গিরস্ত' হতে চায়। কেন? সে বলতো, বড়রা সবাই বিশপ/ফাদার/সিস্টার হয়ে যখন বাড়ী বেড়াতে আসবে তখন কে তাদের সাদর সমাদর করবে? এজন্য সে বাড়ী থাকবে আর গিরস্তী করবে। পরবর্তীতে উল্টোটাই হলো। অন্যেরা সংসার জীবনে গেল, আর সে গেল ব্রতীয় জীবনে। ঈশ্বর তাকে এমনই সম্মানিত

করলেন যে, দুই পর্যায়ে সে দীর্ঘ ১৫ (১৫+৬) বছর সিএসসি ব্রাদারদের বাংলাদেশ প্রধান (ভাইস-প্রভিন্সিয়াল/প্রভিন্সিয়াল) এর দায়িত্ব পালন করে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কিশোর বিজয় নাগরীতে হলিক্রস ব্রাদারদের জুনিয়রেটে যোগদান করে। পড়াশুনা, প্রার্থনা, খেলাধুলা, গান বাজনা সব দিকেই তার দারুণ আগ্রহ ও অধ্যবসায় ছিল। সে অংকে কিছুটা কাঁচা ছিল। ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় তার অংক শিক্ষক নাকি তাকে বলেছিল, 'বাবার হোটেলে খাও তো, টের পাও না?' কথাটা তার মনে এমন জেদ জাগিয়ে দিয়েছিল যে, সে সেদিন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছিল। তিন মাসে সে পুরা অংক বই (তখন নবম ও দশম শ্রেনীর জন্য একই বই ছিল)-এর সব অংক করে শেষ করেছিল। অংকে সে এমনই পারদর্শী হয়ে গিয়েছিল যে, ক্লাশ টেন এর ছাত্রদের কোন জটিল অংক বুঝিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষক ক্লাশ নাইন থেকে তাকে ডেকে নিয়ে যেতো।

নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করার পর তাকে বরিশালে হলিক্রস নভিসিয়েটে পাঠানো হয়। এখানে ফাদার ও ব্রাদার প্রার্থীরা এক সাথে থেকে ধর্মীয় জীবনের জন্য নিজেদের তৈরী করে। সেখানে খাবার দাবারের মান ততটা ভাল ছিল না। তার কাকা প্রয়াত যেরোম রড্রিকস্ তখন বরিশালে কারিতাসের আঞ্চলিক পরিচালক (আরডি)। মাঝে মাঝে নভিসিয়েটে যেতেন, কখনও হয়তো নভিসদের সাথে খেতেন। বাড়ী এসে তিনি বড়ভাই নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস্কে বলেন, 'তুমি জানো তোমার ছেলে সেখানে কি খাবার খায়? তার ব্রাদার হওয়ার দরকার নেই। তাকে ফিরিয়ে আনো।' বড় ভাই নাইট ভিনসেন্ট বলেছিলেন, 'তোর কাজ তুই কর, তাকে তার কাজ করতে দে'। ব্রাদার বিজয় ব্রাদার হলেন এবং বাবা-কাকা ও পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করলেন।

পড়াশুনার প্রতি তার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস বিষয়ে স্নাতক করার দীর্ঘ ২৫ বছর পর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ইন্ডিয়ানার নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স এবং তার পরপরই আবার টেক্সাসের 'ইউনিভার্সিটি অব ইন্কারনেট ওয়ার্ড' থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে। পিএইচডি করার সময় তার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশে একটা কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে সে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস্ কমিশনসহ বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি প্রয়োজন তার তথ্য সংগ্রহ করে। ফাদার তপন ডি'রোজারিও তার স্মৃতিচারণে এ বিষয়ে বলেন যে, তখন আর্চবিশপ মহোদয় (বর্তমান কার্ডিনাল) ব্রাদার বিজয়সহ চার জনের একটা কমিটি করে দিয়েছিলেন, যার একজন সদস্য ছিলেন তিনি (ফাদার তপন ডি'রোজারিও)। পরবর্তীতে নটরডেম কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় ঐ কমিটি অবলুপ্ত হয়ে যায়।

পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান কালে পরিবারের পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক হিসাবে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্র পাঠালে আমি সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। ইউনিভার্সিটির কাছেই একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ীতে তারা ৬/৭ জন ব্রাদার থাকতো। তারা একেকজন একেক দিন সবার জন্য রান্না করতো। বিজয় রান্না করতো বাংলাদেশী খাবার, যা ব্রাদাররা সবাই পছন্দ

করতো। বোনেদের ফোন করে করে রান্নার রেসিপি ও পদ্ধতি জেনে নিয়ে সে রান্না করতো। একসময় সে পাঁকা রাধুনি হয়ে উঠে। ঐ হাউজের আমেরিকান একজন ব্রাদার তার রান্না করা বাঙ্গালী খাবার এতই পছন্দ করতো যে, কোন কাজে ২/৩ দিনের জন্য অন্য কোথাও গেলে বলে যেত বিজয়ের রান্না করা খাবারের তার অংশটা যেন ফ্রিজে রেখে দেয়া হয়, সে যেদিন ফিরবে সেদিন খাবে।

সে ছিল ভোজন বিলাসী। বোন গীতা তার ২ বছরের বড়। সে ২/১ মাস পর পর এই বোনের বাসায় আসতো। বিজয় এর পছন্দের খাবার কি কি তা বোন জানতো, সে অনুযায়ী রান্না করতো। বোন গীতার নাতনী খনা তার বিজয় দাদুকে ভীষণ ভালবাসতো। গীতার স্বামী জানুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মারা যায়। বিজয় মারা যাওয়ার পর সেই নাতনী তার মাকে বলে, বিজয় দাদু মারা যায় নি, সে সুনীল দাদুকে কোম্প্যানি (সঙ্গ) দিতে গেছে।

অল্প বয়স থেকেই সে বড় বড় দায়িত্ব পেয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে, দক্ষতার সাথে পালনও করেছে। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে সে ভাইস-প্রভিন্সিয়ালের দায়িত্ব পালন করে। দীর্ঘদিন সে কারিতাস জিবি বোর্ডের সেক্রেটারীর দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেছে। এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর কারিতাস তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য তাকে 'ন্যায়পাল' মনোনীত করেছিল বলে জানা যায়। কিন্তু দায়িত্বটি গ্রহণের আগেই ঈশ্বর তাকে ডেকে নিলেন। 'বারাকা' (মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূনর্বাসন সহায়তা কেন্দ্র) যখন একটা ব্যবস্থাপনা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, সে মূহূর্তে হলিক্রস ব্রাদার্স এর ভাইস-প্রভিন্সিয়াল এর পাশাপাশি ব্রাদার বিজয় বারাকার পরিচালকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। নারিন্দায় অবস্থিত সেন্ট যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয় ছিল তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব সে কয়েকবার পালন করেছে। এটিকে স্বাবলম্বী করার জন্য সে অসুস্থ অবস্থায়ও শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছে। এখানে প্রতিষ্ঠা করেছে 'ব্রাদার ডানিয়েল কিণ্ডার গার্ডেন স্কুল'। এর আয় থেকে সেন্ট যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ের আর্থিক ঘাটতি পূরণ করার মানসে।

ব্রাদার বিজয় ছিল দায়িত্বে অবিচল, নিষ্ঠাবান, কৌশলী, নির্ভিক। সাভারে বিসিআর এর বিল্ডিং যখন নির্মিত হচ্ছিল তখন প্রায়ই তাকে নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানে যেতে হতো। চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা তার কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করেছিল, সে দেয়নি। একদিন মোটর সাইকেলে ঢাকা ফেরার পথে তারা তাকে গাড়ী নিয়ে ধাওয়া করে। সাভার-ঢাকা রোডে তখন ডিভাইডার ছিল না। ঢাকা গামী ও আরিচাগামী দুটি বাস যখন ক্রস করছিল সে মূহূর্তে দুই বাসের মধ্যেকার ছোট্ট ফাঁকা দিয়ে সে চলে আসে। গাড়ী নিয়ে সন্ত্রাসীরা বাসের পেছনে আটকা পড়ে যায়। সে প্রানপনে মোটর সাইকেল চালিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢাকায় বোনের বাসায় এসে উঠে । এ যাত্রায় ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিল। এ যাত্রায়ও ঈশ্বর তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেন ।

ব্রাদার বিজয় মাকে অত্যন্ত ভালবাসতো। পিএইচডি ডিগ্রি নেয়ার সময় সে যে সন্দর্ভ /থিসিস সাবমিট করেছিল তা উৎসর্গ করেছিল মায়ের নামে। সে আমাকে বলেছিল, আমাদের বাবাকে তো খ্রিস্টান সমাজের সবাই চিনে, সম্মান করে। কিন্তু বাবার এই কৃতিত্বের পিছনে মায়েরও যে অনেক ত্যাগস্বীকার ও অবদান রয়েছে তা কেউ জানে না। আমি মাকে সেই স্বীকৃতি ও সম্মানটুকু দিতে চেয়েছি। আমাদের মানুষ করার বেশির ভাগ দায়িত্ব পালন করেছে মা, অন্তরালে থেকে। তার মতো করে কয়জন সন্তান মাকে এমন সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি? এমন সময় সে মারা গেল যে, করোনার কারনে, মাকে দেখানোর জন্য তার মৃতদেহটা বাড়ীতে নেয়াও সম্ভব হয়নি।

মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়, ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত তারা সবাই সবসময় খোঁজ খবর নিয়েছেন। হলিক্রস ব্রাদার সংঘ ব্রাদার বিজয় এর সুচিকিৎসার জন্য অকাতরে টাকা খরচ করেছেন। বায়েজিদ পলাশ নামে ব্রাদার বিজয় এর এক শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে নিয়ে কয়েকবার দিল্লী এ্যাপোলোতে গিয়েছে, যতদিন দরকার থেকেছে। ব্রাদারদের পক্ষ থেকে ব্রাদার জেভিয়ার গিয়েছেন বারবার। নারিন্দার ব্রাদারগণ তার জন্য অনেক করেছেন। পিনোস নামে ব্রাদারদের একজন কর্মচারী দিনরাত ২৪ ঘন্টা ব্রাদার বিজয় এর সেবা করেছেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী তার উদ্দেশ্য অর্পিত খ্রিস্টযাগ লাইভ সম্প্রচার করে দেশ-বিদেশের শুভাকাংখীদের দেখার সুযোগ দিয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কার্ডিনাল, নুনসিও, ব্রাদার সুবল, প্রতিবেশী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সবার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই॥ ○

পরাজিত পঙ্‌ক্তিমালা

খোকন কোড়ায়া

আমেরিকার মিনিয়াপোলিসের
ছেচল্লিশ বছরের
টগবগে এক কালো মানুষ জর্জ ফ্লয়েড বারবার
বলছিলেন
তিনি নিশ্বাস নিতে পারছেন না।
প্রচণ্ড যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে
কেরালার সেই পোয়াতী হাতিটিও হয়তো
মৃত্যুর আগে বলেছিলো,
আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না।
হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে প্রতিদিন
অগনিত করোনা রোগী শ্বাসকষ্টে ছটফট করতে
করতে বলে,
আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না, আমাকে একটু
অক্সিজেন দাও।

জর্জ ফ্লয়েডকে আমরা নিশ্বাস নিতে দেইনি
কেরালার সেই পোয়াতি হাতিটিকেও
আমাদের বীভৎস বিনোদনের নিমিত্তে
ঠেলে দিয়েছি নির্মম মৃত্যুর মুখে
বেঁচে থাকার কাতর আকুতি মাখানো
করোনা রোগীর অসহায় মুখের
দিকে তাকিয়েও
আমরা তাকে অক্সিজেন দিতে পারছি না।

অক্সিজেনের এখন বড় অভাব আমাদের
অভাব মানবিকতার,
অভাব আমাদের মনুষ্যত্বের
সভ্য হতে হতে আমরা পৌঁছে গেছি অসভ্যতার
দ্বারপ্রান্তে।
বর্ণবাদ, ধর্মবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ,
জঙ্গিবাদ
আরো কত বাদ আমাদের,
এতসব বাদ-এর পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে
আমরা হারিয়ে ফেলেছি মানবতাবাদ।

একটা ক্ষুদ্র ভাইরাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে
আমাদের জানিয়ে দিলো, বুঝিয়ে দিলো
আমরা কত ক্ষুদ্র, কত দুর্বল, কত অসহায়, কত অক্ষম
অদৃশ্য এক শত্রুর কাছে আমরা চূড়ান্ত নাজেহাল,
পরাজিত।

ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন একজোড়া মানব-মানবী
আমরা তাদেরই বংশধর, একই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা
পৃথিবী নামক একটি পল্লীতেই আমাদের বসবাস
কেউ থাকি পূবে, কেই পশ্চিমে,
কেউ উত্তরে, কেউ দক্ষিণে
ভিন্ন উপাসনালয়ে বসে আমরা আরাধনা করি একই সৃষ্টিকর্তার
কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ বাদামী কিন্তু রক্ত
সবারই লাল।

তবে কেন এত বিভেদ, এত হিংসা,
এত হানাহানি
কবে আমাদের বোধোদয় হবে, কবে আমরা বদলে যাবো
তবে কি আমরা অপেক্ষা করবো আরো একটি
মহামারীর
যখন ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের করার
আর কিছুই থাকবে না।

মুখোশ ধারী মানব

ব্রাদার অংকন পিটার রিবেরু সিএসসি

প্রকৃতির সীমারেখায়, সবুজ শ্যামলে ভরপুর প্রত্যন্ত একটি গ্রাম যার নাম বমদের গ্রাম। গ্রামটির সৌন্দর্য অপরূপ, প্রকৃতি মনোমুগ্ধকর। গ্রামটি দেখলে প্রাণ হৃদয় এ দুইই জুড়িয়ে যায়। গ্রামটিতে পরিবারের সংখ্যা ৫০টি আর জনসংখ্যা দুইশর কাছাকাছি। গ্রামটিতে রয়েছে অতি প্রাচীন একটি স্কুল যার নাম বম সম্প্রদায় প্রাথমিক স্কুল। প্রাচীন এই গ্রামটিতে এখনও আধুনিকত্বের ছোঁয়া পৌছাইনি। গ্রামের সবাইকে অক্ষর জ্ঞানহীন বললেও চলবে। সেই গ্রামে বমদের প্রধান কাজ জুম চাষ। গ্রামের পুরুষেরা বছরের ৯ মাসই জুমে থাকে এর ৩ মাস থাকে বাড়িতে। যখন বম পুরুষেরা জুমে চলে যায় তখন গ্রামটি পুরুষ শূণ্য হয়ে পরে। বয়স্ক পুরুষ ছাড়া গ্রামে অন্যান্য কোন পুরুষ থাকে না। সেই গ্রামের গ্রামপ্রধান বা বমরাজ হল হলিকান্ত বম। হলিকান্ত বম যা বলে অন্যান্য বমেরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। যে বমরাজের কথা অমান্য করে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। জুম চাষ, পারিবারিক জীবন নিয়ে বমেরা আনন্দেই ছিল। কিন্তু সেই আনন্দ আর বেশি দিন টিকল না। কোন একদিন এক মুখোশ পরা কালসাপ বেড়িয়ে আসল পাঁয়রা হয়ে। যার নাম তরুণ। তরুণ ছিল সেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একজন মানুষ। সে একদিন একটি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বমরাজ হলিকান্তের সামনে হাজির হয়ে বলল, বমরাজ আমি না একজন অসহায় ব্যক্তি, আমার ঘড় নেই বাড়ি নেই, যাওয়ার কোন যায়গা নেই। পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে আজ আমি আপনার সামনে হাজির হয়েছি সাহায্যের প্রত্যাশায়। অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুণ। বমরাজ বলল, তোমার আর কে কে আছে? সে বলল আমার কেউ নেই আমি একা (আসলে লোকটা মিথ্যা কথা বলছে)। হলিকান্ত সহজ সরল ভাবে বলল, কে বলল তুমি একা এই গ্রামের সবায় তোমার সঙ্গে আছে। তুমি আজ থেকে এই গ্রামেই থাকবে। বমরাজের কথা শুনে তরুণ তো বেজায় খুঁশি। সে মনে মনে বলতে লাগল দাঁড়া বেটা তোকে দেখাচ্ছি মজা, একবার গ্রামে থাকার সুযোগ পাই, পরে বুঝবি। বমরাজ বলল, তুমি আমার সঙ্গে আমারই বাড়িতে থাকবে। নুন, ভাত যাই থাকুক না কেন আমার সাথে তা সহভাগিতা করবে। তরুণ বলল, আপনি যেমনটি চাইবেন তেমনটিই হবে। সে থাকতে শুরু করল সবার সাথে ভাল সর্ম্পকও তৈরি হল। এক কথায় সে বমদের কাছে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি হয়ে উঠল। সবার মাঝে সে এমন বিশ্বাস জাগালো যে, বমেরা তার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল। কোন একদিন সে তার শয়তানির জাল ভিন্ন ভাবে বুনল এবং মনে মনে ফন্দি আঁটল যে সে বমদেরকে একত্রিত করে স্কুল কলেজ চাকরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের

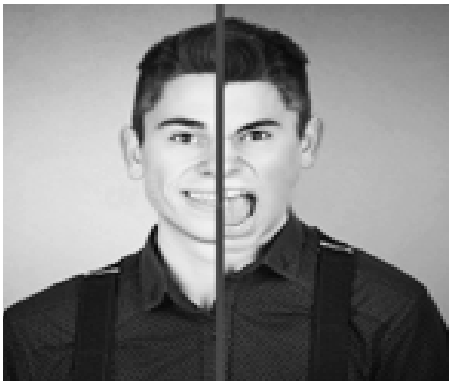

কাছ থেকে সাদা কাগজে টিপসই নিবে। যখন সকল বম টিপসই দিয়ে দিবে তখন কাজের কথা বলে যুবতী মেয়েদেরকে শহরে পাঠিয়ে দিবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে যৌনদাসী হিসেবে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যুবকদেরকে একত্রিত করে হত্যা করা হবে। বয়স্কদেরকে ঘড়ের ভেতর আটকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে। যেই কথা সেই কাজ। সে সবকিছুই পরিকল্পনামত করতে লাগল। বমেরা প্রলোভনে পরে তরুণকে বিশ্বাস করে সাদা কাগজে টিপসই দিয়ে দিল। মেয়েদেরকে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এমতাবস্থায় গ্রমের জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল। অতপর তরুণ কোন একদিন তার পরিবার আত্মীয়-পরিজনের মাধ্যমে কিছু সন্ত্রাসী ভাঁড়া করল। গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা বমদের গ্রামে হানা দিল। তাদেরকে জিম্মি করল ও তিনটি ঘড়ের মধ্যে সবাইকে বন্ধি করল। গ্রাম থেকে যা নেওয়ার ছিল সন্ত্রাসীরা সেগুলো নিল। অবশেষে সেই তিনটি ঘঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। আগুনের যন্ত্রনায় বমেরা ছটফট করছিল আর বলছিল, বাঁচাও বাঁচাও, একটি কিশোর জোঁড়ে চিৎকার করে বলছিল, তরুণ দা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমাকে এখান থেকে বেড় কর। কিন্তু সেখানে কেউই ছিল না ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে। অবশেষে বমেরা সবাই মারা গেল। গ্রামটি জনশূন্য হয়ে গেল। আর তখন তরুন তার বাবা মা আত্মীয় পরিজনকে সেই গ্রামে নিয়ে গেল এবং গ্রামটি নিজের বলে দাবি করে সেখানেই বসতি গড়ল। তরুন বিভিন্ন অসৎ কাজে জড়িত হল। বমদের স্কুলকে নতুন নাম দিল যাকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী গড়ার কারখানা। বর্তমানে দেখা যায় সেই স্কুল থেকে অসংখ্য সন্ত্রাসী তৈরি হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে এসো সন্ত্রাস হয়ে বেড়িয়ে যাও। এভাবে তরুন সারা দেশে অশান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। দেশটাকে ধ্বংশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে॥ ❍

অনন্তলোকে যাত্রার ১ম বর্ষ

প্রয়াত হিমেল জেরাল্ড পালমা
জন্ম : ১ নভেম্বর, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১১ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : দক্ষিণ ভাদার্ত্তী
তুমিলিয়া মিশন

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে
নিয়েছ যে ঠাঁই।

তুমি তো রয়েছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। মনে হয় সবসময় আমাদের আশে-পাশে আমাদের সঙ্গেই রয়েছ। লিমা তোমাকে ছাড়া নয় তোমাকে হৃদয়ের মাঝে নিয়েই বেঁচে আছে। তুমি যে মিশে আছো আমাদের প্রতিটি কল্পনায়, প্রতিটি অনুভবে, প্রতিদিনের জীবনের চলায়। তুমি আছো তোমার কর্মোদ্দীপনায়, সদ্ব্যবহারে, ভালো কাজের মাঝে, আছো তোমার খেলাধুলায় আর আছো আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভালবাসায়। আমাদের বিশ্বাস তুমি আছো পরম পিতার চরণ তলে তার অশান্ত প্রিয়জন হয়ে। পিতার আলোয় যদি তোমার কোন পাপ-অপরাধ থেকে থাকে পরম করুণাময় তার কৃপাগুণে তোমার সমস্ত কিছু মার্জনা করুক এই কামনা করি। পরিশেষে তোমার বয়োজেষ্ঠ্য ঠাকুমা, বাবা-মা, কাকা-ছোটমারা, পিসিদের ও তোমার আদরের ছোট ভাই-বোনদের তোমার এতিম লিমাকে সাহস ও জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বঁাচিয়ে রাখার যে গুরু দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছ তা যেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে যেতে পারি, তুমি স্বর্গ থেকে সেই আশীর্বাদ দান কর। তোমার বিয়োগে আজও যারা আমাদের পাশে আছে, তোমার জন্য প্রার্থনা করে, আজও যারা আমাদের দুঃখের সাথী সকলের প্রতি আমাদের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাই। তোমার আত্মার চিরশান্তি ও মঙ্গল কামনায় -

তোমারই ভালবাসায় শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

বিপ্ল/০০৩/২০

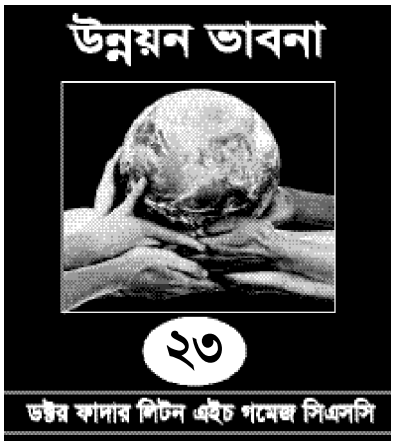

জগতের আর্তনাদে সাড়াদান

১. পরিবেশ বিপর্যয় গভীরভাবে বিশ্লেষণে মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- ভয়ভীতি ও সম্মানবোধ ছাড়াই আমরা যদি প্রকৃতি এবং পরিবেশকে দেখতে চেষ্টা করি তবে আমাদের মনোভাব প্রভুত্বকারী, ভোগবাদী এবং নির্মম শোষণকারীদের মতো হয়ে উঠবে যারা ভোগ কমাতে জানে না। তিনি আরও বলেছেন- আমি সংক্ষেপে বর্তমান পরিবেশ বিপর্যয়ের কয়েকটি দিক পর্যালোচনা করতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য তো ভুঁড়ি ভুঁড়ি তথ্য সংগ্রহ করা বা কৌতুহল নিবৃত্ত করা নয়; পক্ষান্তরে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদনাদায়ক হলেও এ বিষয়ে সচেতন হওয়া, পৃথিবী নামক গ্রহটির যে-অবনতি ঘটছে তা ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য বেদনাদায়ক কষ্ট বলে অনুভব করা এবং আমরা প্রত্যেকে এ বিষয়ে কী করতে পারি তা আবিষ্কার করা *(লাউদাতো সি-১১-১৯)*। পোপ মহোদয়ের মতে- **প্রথমতঃ** আসিসির সাধু ফ্রান্সিস এর মতো অন্তরে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্ম এবং দরিদ্র ও সমাজচ্যুত জনগণের প্রতি বিশেষ দরদবোধ উপলব্ধি করতে প্রয়োজন (১১); **দ্বিতীয়তঃ** পরিবেশের প্রতি যত্নবান ও রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বটি একটি আহ্বান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে- "যারা আনন্দ করে তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সাথে কাঁদ" *(রোমীয় ১২:১৫)*। পোপ মহোদয় জগতের আর্তনাদের দুটি পরস্পরসংযুক্ত উদ্বেগের বিষয় প্রকাশ করেছেন। একটি সৃষ্টির আর্তনাদ এবং অপরটি দরিদ্রদের আর্তনাদ।

২. **সৃষ্টির আর্তনাদঃ** অকপট দৃষ্টিতে বাস্তবতার দিকে তাকালেই বুঝা যায়- রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কারের অভাবে আমাদের সকলের এ অভিন্ন বসতবাটি কতটা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। পরিবর্তনের দ্রুতগতির দরুণ পরিস্থিতি যে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে তার লক্ষণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা আমাদের আচরণ মাঝে মাঝে আত্মঘাতী বলেই মনে হয় (৫৫-৬১)। অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করি- আবর্জনা এখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলে অপরিচ্ছন্ন-অস্বাস্থ্যকর নর্দমা তৈরি করেছি; অবহেলা করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেছি; স্বার্থপর ও অতিভোগের কারণে বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ করে ফেলেছি; প্রতিনিয়ত প্রচুর পানি অপচয় করছি, খাল-নদীর জল বিষাক্ত করে ফেলেছি; এভাবে প্রকৃতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক ক্ষতি ইতোমধ্যে করেছি। প্রলয়কাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীকে এখন আর ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমরা জগতটাকে কেবল ধ্বংসস্তূপ, সর্বনাশ ও ময়লা আবর্জনায় পরিণত করছি। প্রতি বছরই কত হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী যে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার হিসাব আমরা জানতেও পারবো না, কারণ তাদের অস্তিত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেগুলো কখনো দেখতেও পাবে না, কেননা তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের তো এমনটি করার কোন অধিকার নেই (৩৩)। সৃষ্টি অবিরত কাঁদছে, আমরাও প্রতিনিয়ত কষ্টভোগ করছি।

৩. **দরিদ্রদের আর্তনাদঃ** মানবিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ- এই দু'য়ের অবনতি একসাথেই হয়; সুতরাং মানবিক ও সমাজিক অবনতির কারণ বিবেচনা না ক'রে আমরা যথাযথভাবে পরিবেশ অবনতির মোকাবিলা করতে পারি না। আমাদের অতিভোগের কারণে অন্য কেউ-না-কেউ বঞ্চিত হচ্ছে। বৈশ্বিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ থেকে কিছু মানুষ বহিষ্কার হচ্ছে, সেবার অসম বন্টন ও ব্যবহার, সহিংসতা, মাদক ব্যবসা ও মাদকাসক্তি, সামাজিক বন্ধন ও বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিবাসী সমস্যা, মানবপাচার এবং ক্ষতিকর একাকিত্ববোধ এসব মানবিক বিষয়সমূহ সকলকে ভাবিয়ে তুলছে। উর্বর জমি সীমিত সংখ্যক মালিকের হাতে চলে গেছে ফলে স্বল্পপরিমাণ উৎপাদকদের সংখ্যা অতিমাত্রায় কমে গেছে, জমি হারিয়ে অনেকে খণ্ডকালীন মজুরে পরিণত হয়েছে, গ্রামীণ মজুর দারিদ্র্যপীড়িত শহরে বস্তিবাসী হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু কিছু ভারসাম্যহীনতার প্রভাব বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে- খনি-খননে পারদ দূষণ, সালফার ডাই-অক্সাইড দূষণ, গ্যাসের বর্জ্যে তৈরি আবর্জনার, বাণিজ্যে ন্যায়ভ্রষ্টতা, রাজনৈতিক দূর্বল সাড়াদান, রাজনীতি প্রযুক্তি ও অর্থে উপর জিম্মি, ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু অস্ত্র গবেষণার ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট, কিছু কিছু ধনী দেশ কর্তৃক অনেক দরিদ্র দেশের দুর্গতি প্রতিনিয়তই বাড়ছে এসব মানব পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। তাছাড়াও কর্মস্থলে নারীদের প্রতি আচার-আচরণে অশিষ্টাচার, সহকর্মীদের প্রতি পারস্পরিক অশোভন আচরণ, অসৌজন্যসূচক শব্দ ব্যবহার, দলীয়করণ মনোভাব ও অযাচিত তোষামোদপ্রিয় স্বভাবের কারণের অনেকে অত্যাচারিত হচ্ছে। সন্তানদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আর্তনাদ- আমরা হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে কেবল ধ্বংসস্তূপ, সর্বনাশ ও ময়লা আবর্জনাই রেখে যাচ্ছি। আমার প্রতিবেশী অবিরত কাঁদছে, আমারও কাঁদছি।

৪. **আমরা একটু চিন্তা করি ও অন্তরে উপলব্ধি করি- ক.** সৃষ্টি ও দরিদ্রদের আর্তনাদ আমাকে কি বলছে? **খ.** এই মুর্হূতে পরিবেশ বিপর্যয়ের মাঝে আমার বর্তমান অবস্থান কোথায়? আমি কি পরিবেশ ধ্বংস করছি অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করছি? **গ.** পরবর্তী প্রজন্মের নিকট অর্থাৎ আমাদের যেসব সন্তান এখন বেড়ে উঠছে তাদের জন্য আমি কেমন বিশ্ব রেখে যেতে চাই? (১৬০)

৬. একান্তভাবে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আমাদেরকে বরং বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এরূপ শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণেরও উপায় আছে। আমাদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমরা যে কোন সময় কিছু-না-কিছু করতে পারি। আমাদের আশা হল ঈশ্বর যিনি শূণ্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি পৃথিবীতেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন এবং সব ধরনের অমঙ্গলকে পরাস্ত করতে পারেন। অন্যায্যতা অজেয় নয় (৭৪)। সৃষ্টির ইতিহাসে ও পরিত্রাণ প্রক্রিয়ায় পিতা ঈশ্বর মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আজও তিনি আমার, আপনার সহযোগিতায় প্রকৃতি ও পরিবেশের আর্তনাদে সাড়া দিতে প্রস্তুত। আজ থেকেই আমার ও আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ মহৎ কিছু অর্জন সম্ভব॥ ○

করোনা তুমি শিখিয়েছ

সপ্তর্ষি

করোনা তুমি আতঙ্কিত এক ভাইরাস
আজ তুমি শিখিয়েছ সবাইকে
করতে জগতে নিয়মিত যত কাজ ।

শিখিয়েছ তুমি ধনী-গরীব সবাইকে
অনাহারে না খেয়ে রয়েছে যারা
তাদের পাশে দাঁড়াতে খুলে দু'হাত ।

শিখিয়েছ তুমি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে
সৃষ্টিকর্তা বলতে আছে যে একজন
স্মরণ কর তাকে দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণে ।

শিখিয়েছ তুমি, মানুষ সবাই ভাই-ভাই
রোগ-শোকে-ব্যাধিগ্রস্থে আছে যারা
সেবার মনোভাবে পাশে রই সবাই ।

শিখিয়েছ তুমি ডাক্তার-নার্সদের
মৃত্যুর দুয়ারে কিভাবে দাঁড়িয়ে
সেবার কাজে জীবন বিলাতে ।

শিখিয়েছ তুমি পৃথিবীর মানুষকে
প্রকৃতিকে ভালবাসো যত্ন সহকারে
কারণ যে-সে রক্ষা করছে জীবন সবার ।

আকূল মিনতি

হেমন্ত রড্রিক্স

এতো মিথ্যা নয় প্রভু,
আমরা সবাই যাবো,
যাবো একদিন চিরতরে ।
এ কেমন দীর্ঘশ্বাস
কান্না বিজড়িত হাহাকার
আজ প্রতিটি ঘরে ঘরে?

সৃষ্টির সেরা জীব বলে
দাবি ছিল চিরদিন,
মৃত্যু হলে অস্পৃশ্য হয়ে যাই,
অত্যন্ত বেদনাদায়ক
দুঃখজনক, মানবতাহীন ।

কোথায় যাবো, কোথায় পাবো
এ সংকটের সঠিক সমাধান?

লজ্জিত আমরা, ব্যর্থ আমরা
রক্ষা করতে পারছি না,
সৃষ্টির সেরা মানব প্রা ।

হে মহান সৃষ্টিকর্তা,
অনুগ্রহ করে ক্ষম মোদের অপরাধ,
অকালে প্রাণ হারাচ্ছে নর-নারী
নিঃস্পাপ শিশু, নিরপরাধ ।

অনুনয় করি প্রভু আর একটি বার
সুযোগ দাও মোদের সংশোধনে ।
এমনিভাবে নিঃস্ব না হোক
তোমার সৃষ্টি সৌন্দর্য,
এ যাঞ্চা নম্র বিনয়ে ।
হও তুমি আল্লাহ্, ভগবান, ঈশ্বর
নতজানু হয়ে স্বীকার করি
পাপী নরাধম, বিবেকহীন,
ভুলে যাই আমরা নশ্বর ।

সূর্য, চন্দ্র, লক্ষ কোটি গ্রহ তারকা
তোমার নির্দেশ শোনে,
সমস্ত ভূমণ্ডলের কান্না হাহাকারে
আবার একটু সঞ্চিত হোক
পাপীদের তরে ভালবাসা,
তোমার মহান হৃদ-কোণে !!

বিশ্বমণ্ডলী সংবাদ *(১৬ পৃষ্ঠার পর)*

বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার হবে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা জরুরি এবং তা বিশ্বে স্বস্তি নিয়ে আসবে। অন্যথায় করোনাবিরোধী লড়াই কঠিন হবে বলে পোপ মহোদয় সবাইবেক সচেতন করেন।

১৯ এপ্রিল পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকানের চার দেওয়ালের বাইরে কয়েকটি ব্লক ভ্রমণ করেন। ভাতিকানের সান্তো স্পিরিতো গির্জাতে তিনি বলেন, মহামারিটি বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাদের মধ্যে কোন সীমানা নেই; যারা আঘাত বা রেহাই পেয়েছে তাদের মধ্যে জাতীয়তার কোনও পার্থক্য নেই। আমরা সবাই দুর্বল, সমান এবং মূল্যবান। এটি অসমতা দূর করার সময়, মানবজাতির মাঝে যে অন্যায়-অবিচার হয় সেটা নিরাময়ের সময়। ধনী ও দরিদ্রের মাঝে যে বিভেদের দেয়াল তা বিলুপ্তির সময়। সাম্প্রতিক সময়ে ভাইরাসের কারণে যারা চাকুরি হারিয়েছে তাদের বাঁচতে সহায়তা করার জন্য একটি সর্বজনীন বেসিক মজুরি তৈরি করার প্রস্তাব রাখেন এবং অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সবার প্রতি আহ্বান রাখেন। পোপ ফ্রান্সিস জানেন যে, বিশ্বের অনেক দেশে করোনাভাইরাসের কারণে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগিরা চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনিতর সময়ে ২৬ এপ্রিল রোজ রবিবার দূত সংবাদ প্রার্থনার পর পোপ ফ্রান্সিস করোনা মহামারী সত্ত্বেও ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ডাক দিয়েছেন।

করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য কুমারী মারীয়ার সহায়তা যাঞ্চা করে সকল বিশ্বাসীভক্তদেরকে প্রার্থনা করার অনুরোধ রাখেন পোপ মহোদয় এবং তিনি নিজেই প্রার্থনা রচনা করে সকলকে বলেন, যেন প্রতিদিন প্রার্থনা করা হয়। গত ৩ মে ভাতিকানের অ্যাপস্টলিক প্রাসাদের লাইব্রেরী থেকে ভাতিকান মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীদের একযোগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার আহ্বান করেন পোপ ফ্রান্সিস। উল্লেখ্য আগেই বিশ্বের মুসলিম নেতারা সকল ধর্মের বিশ্বাসীদেরকে ১৪ মে আধ্যাত্মিকভাবে একত্রিত হয়ে মানবজাতিকে করোনাভাইরাস মহামারী কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বরের কাছে বিশেষ প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজে অংশ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। পোপ মহোদয়ের একাত্মতা আরো বেশি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

ইতালিসহ বিশ্বের কোন কোন দেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ কিছুটা কমতে থাকায় দেশে দেশে লকডাউন দশা থেকে বেরিয়ে আসার দ্রুত সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন পোপ ফ্রান্সিস। গত ৩১ মে ইতালিতে লকডাউন শেষ হওয়ায় তিনমাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো ভাতিকান সাধু পিতরের চত্বরের পার্শ্বে নিজগৃহ থেকে তিনি বলেন, মানুষ অর্থনীতির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে সুস্থ করে তুলুন। মানুষই অর্থনীতিকে বাঁচাবে। জনগণই কর্মশক্তির আতুড়ঘর, অর্থনীতি নয়। তিনমাস পর সাধু পিতরের চত্বর খুলে দেয়া হয় এবং হাজারো ভক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেখানে সমবেত হলে পোপ মহোদয় তাদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

৩ জুন সাধারণ জনসমাবেশে পোপ মহোদয় কতিপয় ডাক্তার ও নার্সদের সামনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন এবং তাদেরকে দেবদূত হিসেবে আখ্যায়িত করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বক্তব্যের শেষে চিরাচরিত রসিকতায় তিনি বলেন, তোমাদের সঙ্গে একটি দলীয় ছবি তুলবো। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দূর থেকেই ছবি তোলার জন্য দাঁড়াবো।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যখাতে দুর্বলতার কথা জেনে এবং করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর নিজের ও ভাতিকানের পাশে থাকার সংস্কৃতি প্রকাশ করেছেন দরিদ্র দেশগুলোকে কিছু ভেন্টিলেটর দান করার মধ্য দিয়ে। গত ২৬ জুন পাপাল চ্যারিটিস্ এক বিবৃতিতে জানায়, করোনা চিকিৎসা সহায়তায় ১২টি দেশে ৩৫টি ভেন্টিলেটর দান করতে যাচ্ছে পোপ মহোদয়। স্থানীয় ভাতিকান দূতাবাস ও নুনসিও'র মাধ্যমে তা স্ব-স্ব দেশে পৌঁছে দেওয়া হবে। ৪টি করে ভেন্টিলেটর দেওয়া হচ্ছে হাইতি, ব্রাজিল, ভেনিজুয়েলাকে, ৩টি কলম্বিয়া. হন্ডুরাস, মেক্সিকোকে এবং ২টি করে ডমিনিকান রিপাবলিক, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ক্যামেরুন, বাংলাদেশ, ইউক্রেন, জিম্বাবুয়েকে। বাংলাদেশে অবস্থিত ভাতিকান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে, ভেন্টিলেটর আনা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মহামারির মধ্যে আরো কয়েকটি দেশে পোপ মহোদয় তাঁর মহানুভবতা প্রকাশ করেছেন ভেন্টিলেটর উপহার হিসেবে দান করার মধ্য দিয়ে। গত এপ্রিল মাসে তিনি রোমানিয়া, স্পেন ও ইতালির হাসপাতালে এ উপহার পাঠান এবং মে মাসে পাঠান জাম্বিয়াতে।

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Vatican_City, দৈনিক সংবাদপত্র

রনির বিচক্ষণতা

অচেনা পথিক

রনি নামের এক ছোট ছেলে সবেমাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। সে একদিন তার বাবাকে বলল, বাবা তুমি আমার জন্যে একটি মাটির ব্যাংক কিনে নিয়ে আসবে। বাবা বলল, কিন্তু কেন? । রনি বলল, এখন আমি তোমায় কিছুই বলল না কিন্তু একটা সময় তোমায় বলল। বাবা বলল, ঠিক আছে। পরের দিন বাবা বাজার থেকে একটি মাটির ব্যাংক কিনে নিয়ে আসল। রনি সেটা পেয়ে খুবই আনন্দিত হল ও সে বাবাকে বলল, বাবা তোমায় অনেক ধন্যবাদ। এরপর সে তার পছন্দের স্থানে মাটির ব্যাংকটি রেখে দিল। রনির বাবা রনিকে প্রতিদিন দশ টাকা করে দিত টিফিন কেনার জন্যে। রনি প্রতিদিন সাত টাকা সেই ব্যাংকে রাখত। এভাবে সে টাকা জমাতে শুরু করল।

একটা সময় হল কি, রনিদের গ্রামে দেখা দিল প্রবল বন্যা। বন্যার কারনে তার পরিবারকে অন্যত্র চলে যেতে হল। রনি যাওয়ার সময় সেই মাটির ব্যাংকটি সঙ্গে নিয়ে গেল। পরে সে বুঝতে পারল, খাবার কেনার জন্যে তার বাবার কাছে যথেষ্ট টাকা নেই। এমতাবস্থায় সে তার বাবাকে মাটির ব্যাংকটি দিয়ে বলল, বাবা এই নাও। বাবা বলল, এটাতো তোমার। রনি বলল, বাবা আমাদের বাংলা শিক্ষিকা একদিন ক্লাসে বলেছিল তোমরা অযাচিত খরচ করবে না বরং তোমরা সঞ্চয় করবে, দেখবে কোন না কোন দিন সেটা উপকারে আসবে। শিক্ষিকার কথা শুনার পর আমি তোমায় বলেছিলাম মাটির ব্যাংক কেনার কথা। তুমি আমায় সেটা কিনে দিয়েছিলে। আমি প্রতিদিন আমার টিফিন কেনার টাকা থেকে কিছু অংশ এই ব্যাংকে জমিয়ে রেখেছিলাম। বাবা এই নাও। বাবা ব্যাংকটি নিল ও ভেঙ্গে ফেলল। সেখান থেকে বাবা সবসুদ্ধ তিনহাজার টাকা পেল। রনির বাবা তখন রনিকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি সত্যিই অনেক ভাল ছেলে রনি। তোমার বাবা হতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। রনিও অনেক আনন্দিত হল।

প্রিয় বন্ধুরা এই ঘটনা থেকে তোমরা কি বুঝতে পারলে? দেখলে তো রনি কিভাবে সঞ্চয় করে তার বাবাকে সাহায্য করল। তোমরা কি এমনটা করতে পারবে? ❍

সাহসী মাঝি

জাসিন্তা আরেং

হঠাৎ করে আকাশ জুড়ে
দিল দেখা হাজার খণ্ড কালোমেঘ,
তাই দেখে পথিক মশাই
ভালো করে গুজল নিজের ব্যাগ।

পথিক বলে-
ওই বুঝি নামল বৃষ্টি সর্বনাশি,
ঝড় বইলে বাঁচাইও মাঝি,
যদি যাই বানের জলে ভাসি।

মাঝি বলে-
ও পথিক, রেখো না মনে কোন সংশয়,
বুকে বল থাকলে তবেই তো হয় জয়,
এ ঝড়তো কিছুই নয়।

মাঝির এত সাহস দেখে
পথিক অবাক হয়ে কয়,
তোমার মত লোক যেন
শত জনম লয়।

বর্ষা

ব্রাদার নির্মল গোমেজ

পিপাসিতের প্রার্থনাতে,
বর্ষা আষাঢ়-শাবণে
নৌকা ভাসে খালে-বিলে,
পাল তুলে দেয় পবণে
মাঝি ধরে ভাটিয়ালি,
কৃষক, পল্লী আর কাওয়ালী
জেলেরা যায় নদীর বুকে,
বনের পানে বাওয়ালী।

রাস্তা জলে, সাকোও তলে,
পারাপারে ব্যস্ত মাঝি
সে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী,
আটকে গেলে তখন বুঝি
গাছে গাছে নতুন পাতা,
সবার হাতে শক্ত ছাতা
বৃষ্টি এলে পাঁচজন মিলে,
কোনমতে বাঁচাই মাথা।

বর্ষা আমার দিদিরও নাম,
স্বভাবে সরল-মিষ্টি
ভিজিয়ে দিয়ে এই ধরাধাম,
শুরু করে নতুন সৃষ্টি।
শাপলা-পদ্ম, কচুরী-কলমী,
ফুলেরা ভাসে জলে
আকাশ জোড়া মেঘ ভাসিয়ে,
চাঁদের সাথে খেলে।

বাঁধ ভাঙে সে, ঘর ভাঙে সে,
চাঁদের নিঠুর টা'নে
রাস্তা-ঘাঁটে হাজারো প্রাণী,
হারায়ে সব বাণে।
বর্ষা নরম, বর্ষা ভেজা, বর্ষা সবুজ,
প্রাণে ভরা
বর্ষা আসুক ঘুরে-ফিরে,
সবাই হবো আত্মহারা।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ভাতিকানে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি ও করোনাভাইরাস আক্রান্তদের পাশে পোপ ফ্রান্সিস

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ হানা দিয়েছে। তবে যে কয়েকটি দেশ করোনাভাইরাসের কারণে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইতালি তাদের মধ্যে অন্যতম। ইতালির রাজধানী রোমের কেন্দ্রে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভাতিকান সিটিও করোনাভাইরাসের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ফেব্রুয়ারির শেষদিকে পোপ মহোদয়ের ঠাণ্ডাকাশি হয়। ফলে অনেকে ভাবতে থাকে তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু কোভিড-১৯ পরীক্ষায় তাঁর নেগেটিভ রেজাল্ট আসে। ভাতিকান জানায়, মার্চে ভাতিকান সিটিতে প্রথম কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তি পাওয়া যায়। ভাতিকান সিটিতে বসবাসরত অধিবাসী ও এর কর্মীবর্গ যারা গৃহে অবস্থান করছেন; তাদের মধ্যে ১২জন কোভিড-১৯ পজিটিভে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১০জন কর্মী, ১জন বাইরে থেকে এসেছেন এবং ১জন ভাতিকান সিটির অধিবাসী। আক্রান্ত ব্যক্তিদের সকলেই জুনের ৬ তারিখের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেছেন।

মার্চের ৫ তারিখে ভাতিকানে কোভিড-১৯ পৌঁছায় একজন পুরোহিতের মধ্য দিয়ে যিনি ইতালির একটি রেডজোন এলাকা থেকে এসে ভাতিকানের ক্লিনিকের বর্হিবিভাগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। ৫জন ব্যক্তি এই পুরোহিতের সান্নিধ্যে আসায় সাথে সাথে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়। করোনাভাইরাস রোধকল্পে ৮ মার্চ পোপ মহোদয় দূত সংবাদ প্রার্থনা লাইভস্ট্রিমিং এ পরিচালনা করেন তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে। ভাতিকান মিউজিয়াম বন্ধ থাকে ৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত। ইতালির সরকারের সাথে সমন্বয় রেখে সাধু পিতর ও সাধু পলের বাসিলিকা বন্ধ রাখা হয় ১০ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত। মার্চ ১১ পোপ মহোদয় ১ম বারের মত পোপ মহোদয় ভার্চুয়াল অডিয়েন্স করেন। ২৩ মার্চের পোপ মহোদয়ের মাল্টা সফর স্থগিত করা হয়। ২৫ মার্চ ভাতিকানের সংবাদ পত্র 'ল'অজারবাতরে রোমানো'র প্রিন্টিং ও বিতরণ কার্যক্রম আপাতত স্থগিত করা হয়; কিন্তু অনলাইন সংস্করণ চলমান থাকে। ২৭ মার্চ জনশূণ্য সাধু পিতরের চত্বরে জগতের জন্য পোপ মহোদয়ের বিশেষ আশির্বাদ 'উরবি এদ্ ওরবি' প্রদান করা হয়। ২৮ মার্চ পর্যন্ত ভাতিকান সিটিতে মোট ৬জন কোভিড পজিটিভ হয়। ভাতিকানের ১৭০জন অধিবাসী ও তাদের ঘনিষ্ঠজনদের পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের রেজাল্ট নেগেটিভ আসে।

২৭ মার্চ প্রদত্ত ঘোষণা অনুযায় পুণ্যসপ্তাহের উপাসনা করা হয় সাধু পিতরের বাসিলিকা থেকে জনসমাবেশহীনভাবে। এপ্রিল জুড়েই ভাতিকানের আরো কয়েকজন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হন। দ্বাদশ ব্যক্তি আক্রান্ত হন ৬ মে। কিন্তু ৬ জুন ভাতিকান কোভিড-১৯ পজিটিভ শূণ্য হয়।

পোপ মহোদয় করোনাভাইরাস পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। বিশ্ববাসীকে সচেতন করছেন করোনাভাইরাসসহ পরবর্তী কঠিন সময়কে মোকাবেলা করতে। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ঠাণ্ডাজনিত কারণে অসুস্থ হবার সাথে সাথেই তিনি করোনাভাইরাস পরীক্ষা করে তাঁর নেগেটিভ ফল জেনে নেন। করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা দরকার বিধায় ইতালি সরকারের স্বাস্থ্যবিধির সাথে সমন্বয় করে পোপ মহোদয় ভাতিকানের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। করোনা সতর্কতায় জনসমাবেশবিহীন প্রার্থনা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে

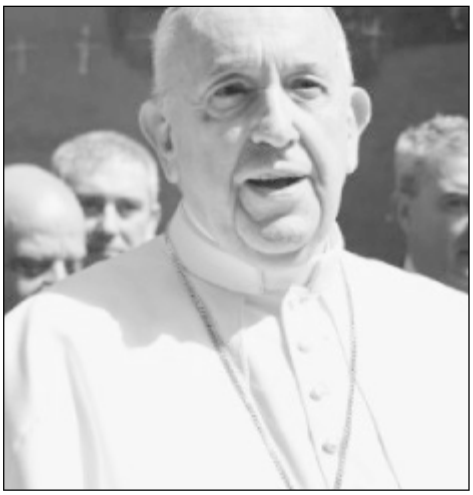

পোপ মহোদয় প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করার সাহসিকতা দেখান। ৭ মার্চ ভাতিকান জানায়, ৮ মার্চ থেকে লাইভ স্ট্রিমিং এ প্রার্থনা করবেন পোপ মহোদয়। করোনাভাইরাস সংকটকালে মানুষ তাঁর কাছে পৌঁছাতে চাইলে কঠিন মূল্য দিতে হতে পারে। তাই তিনি নিজেই প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের সাথে সংযুক্ত থাকলেন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। পোপ মহোদয় ১০ মার্চ সান্তা মার্থার চ্যাপেলে ব্যক্তিগত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের সময়ে যাজকদেরও অনুরোধ করেছেন যেন তারা অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যায়, অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতা করে এবং নিজেদের ও অন্যান্যদের সুরক্ষিত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সকলকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "আসুন আমরা প্রভুর কাছে আমাদের যাজকদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তারা মঙ্গলবাণীর শক্তিতে ও খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে আরও সাহসিকতার সাথে অসুস্থদের কাছে যেতে পারেন এবং স্বাস্থকর্মী-স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে একযোগে কাজ করে যেতে পারেন।"

ধর্মীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে যথার্থ মর্যাদা দান করার সাথে জীবনের মূল্যই পোপ মহোদয়ের কাছে বেশি। তাই করোনাসংকটকালে পুণ্যসপ্তাহের উপাসনা রীতি কেমন হবে তার একটি সর্বজনীন দিক নির্দেশনা দান করার সাথে সাথে স্থানীয় বিশপ সম্মিলনীকে পরিস্থিতি বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। আবারো ইন্টারনেটকে মানবজাতির আশির্বাদ বলে বিবৃতি দিয়ে একে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করে মানুষের কাছে পৌঁছতে বলেন। পুণ্যসপ্তাহের উপাসনা অনলাইনে করার সুযোগ দিয়ে এবং অনলাইনে সরাসরি অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আশির্বাদ গ্রহণের কার্যকারিতা দিয়ে তিনি অনেক তৃষিত মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটানোর সুযোগ করে দিয়েছেন।

কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তি, পরিবারকে সহায়তা, পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে করণীয় নির্ধারণ এবং বর্তমানে এরোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা মোকাবেলা করতে গত ২৭ মার্চ 'ভাতিকান কোভিড ১৯ কমিশন' গঠন করেন পোপ ফ্রান্সিস। সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরকে বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

পুনরুত্থান উৎসবের প্রাক্কালে আয়োজিক এক অনুষ্ঠানে পোপ মহোদয় বিশ্ববাসীকে করোনাভাইরাসের ভয় ও আতঙ্কের কাছে হার না মেনে 'মৃত্যুর এ সময়ে জীবনের বার্তাবাহক' হবার আহ্বান জানিয়েছেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে পোপ মহোদয় বাইবেলে থাকা সেই নারীর কথা উল্লেখ করেন, যিনি যিশুর শূণ্য কবর আবিষ্কার করে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। মৃত যিশু সেদিন ফের জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। "সেসময়ও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা ছিল সেখানে, প্রয়োজন ছিল সবকিছু পুনর্নির্মাণের। বেদনাদায়ক সে স্মৃতি, যেখানে আশা ছিল সামান্য। তাদের, এমন কী আমাদের জন্যও সেটি ছিল সবচেয়ে অন্ধকার সময়। ভয় পেয়ো না, আতঙ্কের কাছে সমর্পিত হয়ো না-এটা হলো আশার বার্তা। আজ আমাদের জন্যও এটা বলা হয়েছে।" করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইস্টারের ভাষণও চারদেয়ালের মধ্য থেকে দেওয়াতে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জোযেপ্পে কন্তে পোপ মহোদয়ের প্রশংসা করেন। ইস্টারের দিনই পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বলেন, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে করোনাভাইরাসের

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসে আলোচনা সভা

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা ▮ গত ২৩ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সকাল ১১:৩০ মিনিটে কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীনপত্র "হোক তোমার প্রশংসা" বিষয়ে অনুধ্যান ও আমাদের করণীয় বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। সভার শুরুতে সার্বজনীন প্রার্থনা করেন লুটমন এডমন্ড পড়ুনা, জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা। সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন কারিতাস সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক যোয়াকিম গমেজ। তারপর মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষনের ভয়াবহতা দেখানো হয়েছে। সহভাগিতায় বিশপ বলেন- "পোপ ফ্রান্সিসের সুদূরপ্রসারী চিন্তা আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও যত্নের বিষয়ে "প্রভু তোমার প্রশংসা হোক" সর্বজনীন পত্রের মাধ্যমে বিশ্ব প্রকৃতি ও পরিবেশ যত্ন ও সংরক্ষণে বিশ্ব নেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন অতি মাত্রা পরিবেশ দূষনের কারনে পৃথিবী থেকে অনেক জীবের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের পার্থিব আরাম আয়েশের জন্য আমরা ধরিত্রী মাকে অর্থহীন লোভ-লালসা দিয়ে আঘাত করে চলেছি, বায়ু ও পানি দূষণ, বন উজাড়, ইত্যাদি ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রতিনিয়ত কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি, তার ক্ষতি করছি। পরে উন্মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সহভাগিতার সমাপ্তি হয়। আর সহভাগিতা সঞ্চালন করেন বনিফাস খংলা, কর্মসূচি কর্মকর্তা॥

পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ও ডিকন অভিষেক

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি ▮ গত ১৩ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘে ৬ জন সেমিনারীয়ান ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ কর্তৃক ডিকন পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। ডিকন অভিষেকের পূর্বে গত ১১ জুন সন্ধ্যায় পবিত্র ক্রুশ সাধনাগৃহের চ্যাপেলে ডিকন প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয়। ১২ জুন ৬জন সেমিনারীয়ান পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের প্রদেশপাল ফাদার জেমস্ ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসি'র নিকট আজীবনের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। এদিন সন্ধ্যায় খ্রিস্টযাগ শেষে উপস্থিত সকলকে পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হয়। বরণ অনুষ্ঠানে প্রদেশপাল ফাদার জেমস্ ক্লেমেন্ট ক্রুশ, সিএসসি বলেন, "আজ বাংলাদেশ মণ্ডলী তথা সমগ্র পবিত্র ক্রুশ পরিবারের জন্য অতীব আনন্দের দিন। কেননা আজ আমাদের ৬জন সেমিনারীয়ান ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজীবনের জন্য দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্যের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এই আত্মনিবেদন বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও আমাদের জন্য এক মহা আনন্দের বার্তা।" আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ও ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠানে উপদেশ বাণীতে বিশপ বলেন, "তোমরা আজ মনেপ্রাণে প্রভুর সেবক। আজ থেকে আমৃত্যু মনে রেখ, তোমরা কেবল প্রভুকে সেবা ও ভালবাসার জন্যই ঈশ্বর ও মণ্ডলীর প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছ। সচেতন থেকো, তোমাদের এই সাড়াদান যেন তোমাদের জীবন ও মণ্ডলীকে সর্বদা পবিত্রতা দান করে।" খ্রিস্টযাগ শেষে পবিত্র ক্রুশ সাধনাগৃহের চ্যাপেলেই অভিষিক্ত ডিকনদেরকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ও অভিষিক্ত ডিকনগণ হলেন আনন্দ যোসেফ মন্ডল সিএসসি (সাতক্ষীরা, খুলনা), বাঁধন হিলারিউস রোজারিও সিএসসি (তুমিলিয়া, ঢাকা), খোকন খ্রিস্টফার বাড়ৈ সিএসসি (ভুতাহারা, রাজশাহী), নিত্য আন্তনী এক্কা সিএসসি (পাথরঘাটা, দিনাজপুর), রোবেল রুবেন বিশ্বাস সিএসসি (ক্যাথিড্রাল, খুলনা) এবং ডিকন তিমন ইন্নোসেন্ট গমেজ সিএসসি (তুমিলিয়া, ঢাকা)। এই অনুষ্ঠানগুলোতে প্রায় ৩০ জন ফাদার, পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান ও আত্মীয়-স্বজনগণ উপস্থিত ছিলেন॥

মটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

প্রতিষ্ঠান কোড: ৫০১২৩

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড (বা.কা.শি.বো) অনুমোদিত

৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

ভর্তি চলছে

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দেশের শীর্ষ স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান মটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম এর ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের (১৭তম ব্যাচ) ভর্তি চলছে (Online এর মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যাবে)। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ক্লাশ শুরু হবে। ভর্তি হওয়ার জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ভর্তির তথ্যসমূহ

অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে দ্বিতীয় শিফট এ ভর্তির ব্যবস্থা আছে।

ক্লাস সময়সূচী

প্রথম শিফট- ৮:০০-০১:৩০ এবং

দ্বিতীয় শিফট- ১১:০০-০৪:৩০

১। টেকনোলজির নাম ও আসন সংখ্যা :

- অটোমোবাইল টেকনোলজি - ১০০টি
- ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি - ৫০টি
- সিভিল টেকনোলজি - ৫০টি
- মেকানিক্যাল টেকনোলজি - ১০০টি
- ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি - ১০০টি
- রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি- ৫০টি

২। আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা :

- এস.এস.সি./ সমমান যে কোন বিভাগ (২০১৬ হতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাশ)
- সর্বনিম্ন জি.পি.এ-২.৫০

৩। ভর্তি ফরম এর সহিত সংযুক্ত সনদ ও প্রমাণপত্র সমূহ :

- শিক্ষার্থীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের দুই কপি রঙিন ছবি।
- এস.এস.সি./ সমমান পরীক্ষার নম্বরপত্র অথবা Online হতে রেজাল্ট এর সত্যায়িত কপি।
- এস.এস.সি./ সমমান পরীক্ষার প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন এর সত্যায়িত কপি।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত এস.এস.সি./ সমমান পরীক্ষার প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত কপি।

৪। ফি সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

- ভর্তি ফি ৮,০০০/- টাকা (সকল চার্জসহ)
- টিউশন ফি: মাসিক ৪,২০০/- টাকা (প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ্য)
- Online চার্জ: ৫০০/- টাকা
- ভর্তির সময় নূন্যতম পরিশোধ্য : ১২,৭০০/-টাকা (ভর্তি ফি, এক মাসের টিউশন ফি এবং Online চার্জ)

৫। শিক্ষা পদ্ধতি :

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, এবং কো-কারিকুলাম শিক্ষা কার্যক্রম অনুসরণ।
- কোর্সের মেয়াদ চার (৪) বছর বা আট (৮) সেমিস্টার (প্রতি ছয় মাসে এক সেমিস্টার)।
- মটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এর উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাদান, ৭ম সেমিস্টারে বাস্তব ভিত্তিক প্রজেক্ট ওয়ার্ক, ৮ম সেমিস্টারে শিল্প প্রশিক্ষণ এবং নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষার ব্যবস্থা।

৬। সুযোগ সুবিধা:

- মটস ছাত্রীনিবাসে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে দূরবর্তী মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্বল্প খরচে আবাসিক ব্যবস্থা।
- মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রথম মাসিক টিউশন ফি ছাড় (Waiver) এর ব্যবস্থা আছে। (জিপিএ ৪.৭৬-৫.০০ পর্যন্ত ৫০% এবং জিপিএ ৪.৫০-৪.৭৫ পর্যন্ত ২৫%)
- তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রশস্ত ও সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরী ও ল্যাব সুবিধা।
- সফলতার সহিত শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের কর্মসংস্থানের জন্য সহায়তা প্রদান।
- শিক্ষাসফর, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, ম্যাগাজিন, নবীন বরণ, বিদায় অনুষ্ঠানসহ জাতীয় দিবস উদযাপন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :-

ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)

১/সি-১/এ পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৭২১২৭৫৭১৭, ০১৫৫২৩৮১২৯৬, ০১৭১৫৮০৪৫৫৭, ০১৭১৫৬৪৬৬৬৮, ০১৭১৭৯৫৫৬৯৫, ০১৭৩৫৩৭০৩৩, ০১৮১৩১০৭১৩

E-mail: mawts@caritasmc.org, tmmawts@caritasmc.org Website : www.mawts.org

মটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

বিপ/০০০/২০

তোমরা যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে, আমাদের সকলের হৃদয় মন্দিরে চিরকাল নীরবে

প্রয়াত বার্ণার্ড গমেজ
আগমন: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ৪ জুলাই, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সবিতা আগ্নেস কস্তা
আগমন: ৮ জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা ও মা,

সময়ের স্রোতে ভেসে, সংসারের সকল কর্তব্য পালন শেষে, তোমরা চলে গেছো চিরকালের তরে পরম করুণাময়ের আবাসে। তোমাদের অনুপস্থিতির নিষ্ঠুর শূণ্যতা প্রতিটি মুহূর্তে কাঁদায় আমাদের। স্বর্গ থেকে আমাদের সকলের জন্য আশীর্বাদ করো, যেন আমরা সকলে তোমাদের রেখে যাওয়া বিশ্বাস, ভালোবাসা ও জীবনাদর্শে নিত্যদিনের পথ চলতে পারি। অনন্তকাল পরম শান্তিতে থেকো পিতার কোলে, আদর্শে বেঁচে থেকো আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় হৃদয় মন্দিরে।

এই প্রার্থনায় -

তোমাদের রেখে যাওয়া শোকাহত পরিবার পরিজন, আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধব সকলে

বিজ্ঞ/১০০/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরের সংকটকালে আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫ (সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা)
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 23
❖ 5 - 11 July, 2020 , ২১ - ২৭ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

বাবার অনন্ত যাত্রার প্রথম বার্ষিকী

প্রয়াত সুবাস ক্লেমেন্ট পালমা

জন্ম : ৩১ অক্টোবর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (সোমবার)

গ্রাম: দড়িপাড়া (বড়বাড়ি)
স্থায়ী নিবাস: ইব্রাহিমপুর/কাফরুল

প্রিয় বাবা,

প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় তুমি আছো আমাদেরই মাঝে। সকল কাজে আমরা তোমায় দেখি। গত বছর ৮ জুলাই সোমবার ভোর ৭টার সময় মার সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে তুমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, তুমি এত তাড়াতাড়ি আমাদের মায়ার বাঁধন ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিবে। বাবা আশির্বাদ কর আমরা যেন সবাই ভাল থাকি এবং তোমার আদর্শ নিয়ে চলতে পারি। আমরা তোমাকে হারিয়ে আজ নিঃস্ব-রিক্ত। বড়ই অসহায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন। কর্মজীবনে তুমি ছিলে কঠোর পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তুমি ছিলে সদালাপী, সৎ, উদার এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ। বাবা আমাদের আশির্বাদ করো আমরা যেন তোমার মত হতে পারি। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –
স্ত্রী : সুমলা মারীয়া পালমা
ছেলে-ছেলে বৌ : খ্রীষ্টফার পালমা-ক্যাথরিন,
রিচার্ড-শম্পা, লিউনার্ড-রাখি পালমা
নাতি-নাতনীরা : আবিষ্কার, রোজমেরী, প্রিন্স, ঈশ্বরী পালমা

বিজ্ঞ/১০২/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**